করঙ্ক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য আট আনা

প্রকাশক
শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত

এই ক্ষুদ্র গল্পপুস্তকখানি

শ্রীমান স্বরিন্দ্রনাথকে

স্নেহের উপহার

দিলাম

যোড়াসাঁকো
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

বাবা

গল্পগুলির স্থানে স্থানে একটু-আধটু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিলাম। "বিজয় বাবুর বদান্যতা" চিত্রটি বাল্যকালের রচনা; "স্নেহের নির্ঝর" গল্পটি অপ্রকাশিত নূতন রচনা। ইতি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোড়াসাঁকো
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

সূচি

করঙ্ক

মিতে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইস্‌লামপুরের জমীদারপুত্র সুবোধকুমার ভৈরব নদের জলে কাগজের নৌকা ভাসাইতেছিল। নৌকা যখন খানিক দূর ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন সে একটি কঞ্চি দিয়া নৌকাখানি টানিয়া তীরের কাছে আনিতেছিল। এমন্ করিয়া সে তাহার নৌকা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গেল।

গ্রামের বাহিরে আসিয়া বালকের চমক ভাঙিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, পাখীরা কলরব করিতে

করিতে কুলায়ে ফিরিতেছে, কৃষকেরা মাঠের কাজ সারিয়া লাঙ্গল-কাঁধে বাড়ির দিকে চলিয়াছে। অপরিচিত স্থানে রাত্রি আসিল দেখিয়া সুবোধ-কুমারের প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার মা তাহার কাছে নাই,—সে মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

সুবোধকুমারের সমবয়স্ক একটি বালক একগোছা ছোলার শাক হাতে করিয়া সেইদিকে আসিতেছিল। সে সুবোধকুমারকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোত্থেকে এসেচ ভাই? কোথায় যাবে?"

সুবোধ বলিল, "আমি পথ ভুলে গেছি—আমি বাড়ি যাব।"

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

সুবোধ বলিল, "ইস্‌লামপুর জমীদারদের বাড়ি।"

বালক বলিল, "তুমি ভয় কোরো না, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব। এখন আমাদের বাড়ি আমার মা'র কাছে চল।"

অপরিচিত স্থানে বন্ধু লাভ করিয়া সুবোধ চক্ষের

জল মুছিল। বালক সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই ?"

সে বলিল, "আমার নাম সুবোধকুমার।"

বালক বলিল, "আমারও ভাই তাই নাম। ভারি মজা না! আজ থেকে তুমি আমার মিতে।" সুবোধ-কুমারের মুখে হাসি ফুটিল।

সুবোধ তাহার মিতের হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়িতে আসিল। ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির বাহিরে খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া বেগুনের ক্ষেত করা হইয়াছে, বাড়ির দেয়াল বাহিয়া কুমড়োর গাছ উঠিয়াছে। বাড়ির ভিতর উঠানের একপাশে তুলসীমঞ্চে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে; আর এক-পাশে মাচার উপর শসা ঝুলিতেছে। ভিতরে দুইটি মাত্র ঘর—একটি ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর একটি ঘর অন্ধকার।

বালকদের গৃহপ্রবেশ-শব্দে একটি স্ত্রীলোক ত্রস্ত-পদে যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আরে হাবলা এসে-ছিস্! আমি সন্ধ্যে থেকে ঘর আর বা'র করছি!

এত দেরী ক'র্লি কেন? আমি ভেবে ভেবে মর্ছিলাম। সঙ্গে এ কে?”

হাব্লা বলিল, “মা সেই কথাটাই আগে জিজ্ঞাসা কর্তে হয়। বল্ দেখি কে?”

মা বলিল, “আমি যদি তাই জান্ব, তবে জিজ্ঞাসা কর্ব কেন!”

হাব্লা বলিল, “একটু আন্দাজ করে' বল না।”

হাব্লার মা বলিল, “ক্ষ্যাপা ছেলে, এতে কি আন্দাজ করব—তুই বল্না কে?”

“বল্ব, তবে বল্ব, এ আমার মিতে” এই বলিয়া হাব্লা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাব্লার মা হাব্লার মুখে সব শুনিয়া সুবোধকে আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “কোন ভয় নেই বাছা, আমরা তোমায় বাড়ি দিয়ে আস্ব।”

হাব্লা বলিল, “মা, মিতে মা মা বলে কাঁদ্ছিল।”

“বাছা আমার বাবা আস্ছেন” বলিয়া হাব্লার মা সুবোধকে কোলের ভিতর টানিয়া লইল এবং যত্নের সহিত তাহাকে খাওয়াইল—খানকতক পরটা, একটু ছানা

একটু মোহনভোগ—বিধবার ঘরে আর কিছু ছিল না। খাওয়া হইলে হাব্লার মা পুত্রের হাত ধরিয়া এবং সুবোধকুমারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে কোলে করিয়া জমীদার-বাড়ি চলিল।

জমীদার-বাড়িতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। দরওয়ান, চাকর-বাকর হাঁকডাকে গ্রামখানি সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। গালপাট্টাধারী আকালী সিং দীর্ঘ-যষ্টিহস্তে "খোকাবাবু কিধার গিয়া" "খোকাবাবু কিধার গিয়া" বলিতে বলিতে একদিক দিয়া চলিয়াছে। চাকর-বাকর লণ্ঠন-হাতে আর একদিক দিয়া ছুটিয়াছে।

এমন সময় হাব্লার মা সুবোধকে কোলে করিয়া বাড়ির ভিতর হাজির। গৃহিণী এতক্ষণ সপ্তমে সুর চড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন, সুবোধকে দেখিয়া সুর নামাইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে হাব্লার মাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী উঠিলেন, চাবির গোছা ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে উপরে গেলেন এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হাব্লার মা'র হাতে দুইটি টাকা দিতে গিয়া বলিলেন,—"এগো ভাল-

মানুষের মেয়ে, এই দু'টাকা দিয়ে তোমার ছেলেকে নতুন কাপড় কিনে দিয়ো।"

হাব্‌লার মা অপমানিত বোধ করিয়া "আমরা ভিখিরি নইগো, আমরা গেরস্ত ঘরের মেয়ে"—এই বলিয়া হাব্‌লার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সুবোধ ছুটিয়া আসিয়া হাব্‌লার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, এ আমার মিতে। একে আজ আমাদের বাড়ি থাক্‌তে বল।"

গৃহিণী হাব্‌লার মা'র উত্তর শুনিয়া রাগে গস্‌-গস্‌ করিতেছিলেন, ঠাস্‌ করিয়া সুবোধের গালে চড় মারিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, মিতে পাতাবার আর লোক পাওনি? চল্‌ ওপরে চল্‌!" সুবোধ হাব্‌লার গলা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাব্‌লার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতেছিল, সে আস্তে আস্তে মা'র সঙ্গে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

তারপর হাব্‌লার সঙ্গে সুবোধকুমারের অনেক-বার দেখা হইয়াছে। মাঠে, ঘাটে সুবোধ হাব্‌লার হাত ধরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা সমস্ত সকাল বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে। চাষাদের ক্ষেতে চাষাদের সঙ্গে আলু

তুলিয়াছে, বাগানে ফুল তুলিয়াছে, নদীতে নৌকা ভাসাইয়াছে, পুকুরে মাছ ধরিয়াছে,—সুবোধের মা অনেক মারিয়া-ধরিয়াও সুবোধকে পারিয়া ওঠেন নাই। সুবোধ জলখাবারের যাহা পয়সা পাইত, খাবার কিনিয়া মিতেকে খাওয়াইত,—তাহার মিতেও তাহাকে বাড়ি লইয়া গিয়া মাকে দিয়া লুচি ভাজাইয়া, মোহনভোগ তৈয়ারি করাইয়া খাওয়াইত। বিধবার এই হাব্‌লা ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। তাহার কিছু ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা ছিল তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত।

এইরূপে যখন সুবোধের সঙ্গে হাব্‌লার বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে চলিয়াছে, তখন একদিন সুবোধ সন্ধ্যার সময় হাব্‌লাদের বাড়ি আসিয়া বৃষ্টির জন্য সকাল সকাল বাড়ি ফিরিতে পারিল না। সেদিন হাব্‌লা জেদ ধরিল, "মা, আজ মিতে আমাদের বাড়ি থাক্‌। তুমি আজ খিচুড়ি কর।" মা কিন্তু জমীদার-গৃহিণীর স্বভাব জানিত, সেইজন্য একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হাব্‌লাও কিছুতে ছাড়িবে না। তার মা বলিল, "আমরা গরীবলোক, সুবোধ যদি

আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ি থাকে, তা'হলে সুবোধকে ওর বাপ মা দু'জনেই খুব বক্‌বেন, হয় ত মারবেন। সেটা কি ভাল ?"

হাব্‌লা তাই শুনিয়া সুবোধের মুখের দিকে চাহিল। সুবোধ মারের ভয় করিলেও মিতের বাড়ি একদিন থাকিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

এমন্ সময় হাব্‌লাদের বাড়িতে ডাকাত-পড়ার মত গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ দরজা ভাঙ্গে, কেহ পাঁচিল টপ্‌কাইয়া ওঠে। হাব্‌লার মা বাহির হইয়া দেখিল, সকলেই জমীদার-বাড়ির লোক। তাহারা হাব্‌লার মাকে দেখিয়া গালি দিয়া বলিল, "খোকাবাবু কোথায় আছেন শীগ্‌গীর বল্!" সুবোধ বাহির হইয়া তাহাদিগকে অনেক বকিল, কিন্তু তাহারা সুবোধের কথা মোটেই গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "মাঠাকৃরুণ হুকুম দিয়েছেন মাগীর চুলের মুঠি ধরে' নিয়ে যেতে।" হাব্‌লার মা তাই শুনিয়া বলিল, "চল আমিই যাচ্ছি।"

সেই রাত্রে সুবোধ তাহার পিতার নিকট এমন মার খাইল যাহা তাহার জীবনে আর কখনও ঘটে

নাই। সে মার খাইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী হাব্‌লার মাকে বলিলেন, "ছোটলোক মাগী তুই আস্তাকুড়ে পড়ে' থাকিস্—তোর এত বড় আস্পদ্দা তুই জমীদারের ছেলেকে বাড়িতে রাখিস্!"

হাব্‌লার মা বলিল, "দিদি, আমরা ছোটলোক নই, আমরা গেরস্ত!"

জমীদার-গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে! ছোটলোক নচ্ছার মাগী আমাকে বলে দিদি! আস্পদ্দা কম নয়! তুই নাকি আমার ছেলেকে খিচুড়ি খাইয়েচিস্! ওমা কি ঘেন্নার কথা!"

হাব্‌লার মা বলিল, "দিদি, আমরাও ভাল জাতের মেয়ে—আমাদের বাড়ি খেতে দোষ কি!"

কথা শুনিয়া গিন্নি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ফের যদি আমার ছেলেকে তোরা ডেকে নিয়ে যাস্ ত তোদের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করব!"

সুবোধ চোরের মত তাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে তাহার ঘুম হইল না—সমস্ত রাত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাব্‌লা আর সুবোধের দেখা পায় না। সে সুবোধদের বাড়ির আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, নদীর ধারে গিয়া বসে, বাগানে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—কিন্তু সুবোধ আর আসে না! সে তাহার মিতের জন্য চারিখানি ঘুড়ি তৈয়ারি করিয়াছে, দুইখানি ভেলা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কঞ্চি কাটিয়া ভাল ছিপ্ তৈয়ারি করিয়াছে। নদীতে ছিপ্ ফেলিয়া ভাবে সুবোধ এখনি পিছন হইতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিবে,—সে কিন্তু প্রথমেই বলিবে না যে, মিতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিয়াছে। সে প্রথমে হরিদাস, গৌরসুন্দর, নিতাইচাঁদ আরও কত কি নাম করিবে—তাহার পর বলিবে মিতে। তখন উভয়ের মধ্যে মস্ত হাসাহাসি পড়িয়া যাইবে। ছিপে বড় মাছ উঠিলে হাব্‌লা ভাবে, এ মাছটা মিতেকে দেখাইতে হইবে। তিন চার দিন বাড়িতে রাখিয়া মাছটা যখন পচিয়া যায়, দুর্গন্ধ ছোটে, তখন সে

মাছটাকে ফেলিয়া দিয়া আসে। বাগানে গিয়া রাশি রাশি ফুল তোলে,—টগর, বেল, মল্লিকা, জুঁই —বড় একটা মালা গাঁথে, ভাবে মিতের গলায় দেব। যখন ফুলগুলি শুকাইয়া যায় তখন হতাশ হইয়া মালাটি ফেলিয়া দেয়। আবার সন্ধ্যার সময় সুবোধের বাড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যদি একবার দেখা পায় তবে ডাকিবে।

একদিন যখন হাব্‌লা লুকাইয়া সুবোধদের বাড়ির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিল, সুবোধদের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। কেহ ডাক্তার আনিতে ছুটিয়াছে, কেহ ঔষধ আনিতে চলিয়াছে, কেহ "বরফ আন" বলিয়া চীৎকার করিতেছে—লোকজন ব্যস্ত হইয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। হাব্‌লা শুনিল, সুবোধের কলেরা হইয়াছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল,—সে উর্দ্ধ্ব-শ্বাসে তাহার মা'র নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, "মা মিতের কলেরা হয়েচে। চল মা, দেখে আসি চল।"

সেদিন মা ও ছেলের কাহারও খাওয়া হইল না।

দু'জনে জমীদার-বাড়ি গিয়া জমীদারগৃহিণীর পায়ে ধরিল, বলিল, "আমরা সুবোধের শুশ্রূষা করব।" জমীদার-গৃহিণী আজ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। হাব্‌লা ও তাহার মা সুবোধের কাছে বসিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। তাহাদের শুশ্রূষার গুণেই সুবোধ যে এ যাত্রা রক্ষা পাইল, সকলেই তাহা একবাক্যে বলিতে লাগিল। হাব্‌লা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুবোধের কাছছাড়া হয় নাই।

সুবোধ যখন আরোগ্যলাভ করিল, তখন ডাক্তারকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল, এক শত টাকা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হইল এবং প্রায় চারি শত টাকা খরচ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার পূজা দেওয়া হইল। তখন গৃহিণী ভাবিলেন, হাব্‌লা ও হাব্‌লার মাকে কিছু দেওয়া হইল না। এই মনে করিয়া পাঁচটি টাকা হাব্‌লার মাকে দিতে গেলেন। হাবলার মা বলিল, "দিদি, আমরা ওজন্যে আসি নি।"

আবার সেই দিদি! গৃহিণী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমরা বাছা, ওর বেশী দিতে পারব

না।" হাব্‌লা ও হাব্‌লার মা আর কোন কথা না কহিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এবার হাব্‌লার পালা। সে এই সাত আট দিন নিজের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করে নাই। সে স্নান করে নাই, পেট ভরিয়া খায় নাই, রাত্রে ঘুমায় নাই। কলেরা সুবোধকে অব্যাহতি দিল, কিন্তু তাহাকে চাপিয়া ধরিল। হাব্‌লার মা হাব্‌লার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু করিতে পারিল না।

হাব্‌লা ঔষধ খাইতে চাহিত না, কেবল বলিত, "আমার মিতেকে একবার এনে দাও, আমি তাকে দেখ্‌ব!"

হাব্‌লার মা তিন চারি বার জমীদার-বাড়ি গিয়া সুবোধের মা'র নিকট অনুনয় বিনয় করিল, তাঁহার পায়ে ধরিল, কিন্তু কোন কিছুই খাটিল না। সুবোধের মা বলিলেন, "আমার সুবোধ তোমাদের বাড়ি যেতে পার্‌বে না বাছা, কেন বিরক্ত করচ! আমি বল্‌চি সে যেতে পার্‌বে না!" হাব্‌লার মা কর্ত্তাকে গিয়া ধরিল, বলিল, "আমার ছেলে একটিবার সুবোধকে

দেখ্‌তে চায়। সে একবার আমার সঙ্গে আসুক। কর্ত্তা বলিলেন, "সুবোধের শরীর খারাপ, যেতে পারবে না।" হাব্‌লার মা হতাশমনে ফিরিয়া চলিল।

সুবোধ ঘরে বসিয়া হাব্‌লার মা'র সকল কথা শুনিয়াছিল। সে খিড়কির দরজা দিয়া উর্দ্ধ্বশ্বাসে হাব্‌লার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। হাব্‌লার মা তখন অর্দ্ধেক পথে।

হাব্‌লা সুবোধকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিছানায় উঠিয়া বসিল। সুবোধ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "মিতে!" হাব্‌লা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "মি—তে।"

হাব্‌লার মা যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন সুবোধ হাবলার মৃতদেহ বুকে করিয়া বসিয়া আছে।

কাসিমের মুরগী

কাসিম ছেলেবেলা থেকেই জানোয়ার পাখী খুব ভালবাসিত। রাস্তায় কুকুর দেখিলে কাসিম তাহার দুই পা ফাঁক করিয়া তাহাকে বুকের উপর চড়াইয়া তাহার মুখে মুখ ঘসিতে থাকিত, ছাগল দেখিলে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পাতা ছিঁড়িয়া খাওয়াইত, রাস্তা দিয়া গরুর পাল চলিয়াছে—কাসিম তাহাদের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কাসিমের পাখীরও খুব সখ ছিল।

মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও দ্বাদশবর্ষীয় বালক কাসিম মাছমাংস কিছুই খাইত না।

সাঁওতাল-পরগণায় মধুবনী গ্রামে কাসিমদের ঘর; কাসিমের উর্দ্ধতন তিন পুরুষ এইখানে বাস করিয়া আসিতেছেন।

ছোট একতলা বাড়ি; বাড়িতে থাকিবার তিনটি মাত্র ঘর, দূরে উঠানের এক কোণে রান্নাঘর

ও বাড়ির বাহিরে পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট একটি কুট্‌রী ;—এইখানে ঘরের যত ভাঙ্গা জিনিসপত্তর, কাটকুটা প্রভৃতি থাকিত।

কাসিমের পিতার অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়। সংসারে থাকিবার মধ্যে কাসিম নিজে, তাহার মা, ও কাকা আব্‌দুল্লা। আব্‌দুল্লা দেখিতে যেমন লম্বাচওড়া ছিল, তাহার মেজাজ্‌টাও তদনুরূপ কড়া ছিল। কাসিম কাকাকে বাঘের মত ভয় করিত ;—কাকা একবার হাঁক্ দিলে আর রক্ষা ছিল না, কাসিম ভয়ে জড়সড় হইয়া কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না। আবদুল্লার চামড়ার ব্যবসায় ছিল, তাহাতেই সংসার একপ্রকার সুখেস্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত।

বিধবার একমাত্র ছেলে—কাসিমের আদরযত্নের আর সীমা ছিল না। লোক থাকিতেও ছেলেকে স্নান করান, খাওয়ান, ছেলের কাপড় কাচা, ছেলের প্লেট্‌টি গেলাস্‌টি মাজা বিধবা নিজহাতেই সব করিত। ছেলে মাছমাংস খাইত না; বিধবা ছেলের জন্য নিত্য-নূতন কতরকমের চাট্‌নি আচার তৈরী করি[illegible]।

করিত তাহার আর ঠিক ছিল না। সমস্ত দিনই ছেলের কাজ লইয়াই ব্যস্ত। বিধবার নিজের কিছুই ছিল না। সংসার-খরচের পয়সা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া সে ছেলের সখের সামগ্রী এটা-ওটা কিনিয়া দিত।

এইরূপে দিন যায়। একদিন এক সাঁওতাল দুধের মত ধব্‌ধবে শাদা তিনটি মুরগী লইয়া কাসিমদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া হাটে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। কাসিম তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কি সুন্দর মুরগী মা! কি সুন্দর! আমাকে কিনে দাও, আমি পুষ্‌ব। আমার কাছে দু'আনা পয়সা আছে, আর চার আনা দিলেই হবে। দাও মা কিনে!"

মা বলিল, "তোর আর পয়সা দিতে হবে না, আমিই দিচ্চি।"—ছ'আনা পয়সা দিয়া মা তিনটি মুরগী কিনিয়া দিল। কাসিমের আর আনন্দ ধরে না।

ছোট কুটুরীটি পরিষ্কার করিয়া কাসিম তাহাতে

মুরগীদের থাকিবার স্থান ঠিক করিল ;—মেজেয় খড় বিছাইয়া দিল, একটা ভাঙ্গা প্লেটে চারটি চাল রাখিল, একটি ছোট্ট গামলায় জল রাখিয়া দিল। স্থানাভাববশতঃ—অপরিষ্কারের ভয়েও আবদুল্লা এ পর্য্যন্ত বাড়িতে কখনও মুরগী পোষেন নাই। বালক কাসিম সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া লইল।

ইহার পর কাসিমের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল। ভোর হইতে না হইতে মুরগীরা যখন কোঁকর—কোঁ—কোঁ করিয়া ডাকিয়া ওঠে, কাসিম আর বিছানায় থাকিতে পারে না—তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুটুরীর দরজা খুলিয়া মুরগীদের বাহির করিয়া দেয়, মাটিতে ধান ছড়াইয়া দেয়, তাহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, কাসিম একমনে তাহাই দেখে ; কোনটা বা একটু দূরে চলিয়া যায়, কাসিম তাড়াইয়া লইয়া আসে,—কোনটা বা চালের উপর গিয়া ওঠে, কাসিম নানা উপায়ে তাহাকে নামাইয়া দেয় ; প্রাতে পড়া শেষ হইতে না হইতে কাসিম বই ফেলিয়া মুরগীদের দেখিয়া আসে, স্কুলে যাইবার সময় একবার দেখে, স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের খোঁজ লয়,

সন্ধ্যার পর মাঠ হইতে খেলা শেষ করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ঘরবন্ধ করে।

একদিন আবদুল্লা কাসিমকে ডাকিয়া কহিল, "কাসিম, মুরগী পুষেচিস্?"

কাসিম ভয়ে ভয়ে কহিল, "হাঁ।"

আবদুল্লা কহিল, "যদি ঘর অপরিষ্কার হয় তো দেখ্‌বি!"

কাসিম আস্তে আস্তে কহিল, "না কাকা।"

আবদুল্লা আর কোন কথা বলিলেন না। কাসিম সে দিন এত সহজে অব্যাহতি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

২

একমাস কাটিয়া গেল। কাসিম রোজই তাহার মুরগীর ডিমের প্রতীক্ষা করে।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কাসিমের মা পাশের বাড়ি গিয়াছিলেন। কাসিম অন্যান্য দিনের ন্যায় মাঠ হইতে ফিরিয়া মুরগীদের ঘরবন্ধ করিতে গিয়া দেখিল, একটি মুরগী নাই। গাছের ঝোপ্‌ঝাপ্, পাঁচিলের আশপাশ, কুয়োর ধার কাসিম তন্ন তন্ন

করিয়া খুঁজিল, কোথাও পাইল না ; উঠানে একবার দেখিল, সেখানেও নাই। অবশিষ্ট মুরগী দুইটিকে ঘরে বন্ধ করিয়া কাসিম হতাশমনে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল ; হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ায় কাসিম যাহা দেখিল তাহাতে সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, আস্তে আস্তে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

মা আসিয়া কাসিমকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "কাসিম, বাবা, এরি মধ্যে শুয়ে কেন ? অসুখ ক'রেচে নাকি ?"

কাসিম কোন উত্তর দিল না।

মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েচে বল্ না বাবা,—মাথা ব্যথা ক'রুচে ?"

কাসিম কোন কথা কহিল না।

মা তখন বিছানার উপর উঠিয়া ছেলের মাথা কোলের উপর টানিয়া লইয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "বল্ না বাবা, কি হয়েচে,—লক্ষীটি ?"

কাসিম আর থাকিতে পারিল না, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি এত করে'

মুরগী পুষ্‌লুম—কাকা আমার একটা মুরগী কেটে রান্না কর্‌চে—মা, আমি এত করে' পুষ্‌লুম !"

মা'র চোখে জল আসিল, কোনমতে রোধ করিয়া ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা কহিলেন, "এতে এত কান্না ! ছিঃ কাসিম, কাঁদিস নে, চুপ্ কর্, আমি কালই তোকে আর চার্‌টে মুরগী কিনে দেব।"

কাসিম কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "না, আমি আর মুরগী পুষ্‌ব না।"

সে রাত্রে কাসিম কিছু খাইল না—তাহার ভাল ঘুম হইল না।

ভোর হইতে না হইতে কাসিম উঠিয়া দরজা খুলিয়া মুরগী দুইটিকে বাহির করিয়া দুইহাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাস্তা দিয়া ছুটিতে লাগিল। তখন ভয়ানক দুর্য্যোগ, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাসে জলের ঝাপ্‌টায় গাছের মাথা নুইয়া পড়িতেছে ; পথ জনশূন্য। কাসিম দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রায় এক মাইল দূরে তাহার এক সমপাঠী হিন্দু বন্ধুর বাড়ি আসিয়া উপস্থিত

হইল। বাহির হইতে কাসিম ডাকিল, "জীবন, ঘরে আছিস্ ?"

কাসিমের সমবয়স্ক একটি বালক বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "কি রে, এত বৃষ্টিতে ?"

কাসিম কহিল,"এই মুরগী দু'টি ভাই তোর কাছে রাখ্তে এলুম—রেখে দে, সব বল্ব এখন ভাই—যত্ন করিস্ কিন্তু।"

জীবন কাসিমকে ঘরে আসিতে বলিল। কাসিম কহিল, "না ভাই, আমাকে এখনি ফির্তে হবে, কাকা টের পেলে আর রক্ষে রাখ্বে না।"

কাসিম ফিরিয়া আসিয়া মাকে চুপিচুপি সমস্ত কথা জানাইল, কহিল, "মা, কাকা যেন টের না পায়।"

কিন্তু মুরগীর ডাক শুনিতে না পাইয়া, কাসিমকেও আর কুটরীর দিকে যাইতে না দেখিয়া আবদুল্লার মনে সন্দেহ হইল। সেইদিন অপরাহ্ণে আবদুল্লা কাসিমকে ডাকিয়া কহিলেন, "কাসিম, মুরগীগুলো গেল কোথায় ?"

কাসিম চুপ করিয়া রহিল।

"বল্ কোথায় গেল,—শেয়ালে খেল' না কি ?"

কাসিম ভয়ে ভয়ে কহিল,"জানি নে কাকা, দেখ্‌তে পাচ্চিনে।"—বলিতে কাসিমের একটু গলা কাঁপিল।

"ঠিক্ বল্‌চিস্ ত? দেখিস্!"—বলিয়া আব্‌দুল্লা কাসিমকে বিদায় দিলেন।

৩

পরদিন প্রাতে আব্‌দুল্লা বাহিরে রকের উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। গতরাত্রে দাদনের টাকা লইয়া কোন এক কর্ম্মচারীর পলায়ন-সংবাদে তাঁহার মেজাজ্‌টা বড়ই খারাপ ছিল;—মুহুর্মুহু ধূম-উদ্গীরণে চিন্তাতরীকে কোন একটা কূল-কিনারায় লইয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন।

এমন সময়ে কাসিমের বন্ধু জীবন একটি খাঁচা করিয়া দুইটি মুরগী লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আব্‌দুল্লা বালকের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ও কি! কা'র মুরগী?"

বালক কহিল, "কাসিম এই মুরগী দু'টো

আমাদের বাড়ি রেখে এসেছিল। বাবা কোন-মতেই রাখ্‌তে দিলে না, তাই ফেরত দিতে এসেছি।"

আব্‌দুল্লা ডাকিলেন, "কাসিম!"

"কাকা!" বলিয়া কাসিম ঘরের বাহির হইয়া আসিল। জীবন ও তাহার সঙ্গে মুরগী দুইটি দেখিয়া কাসিমের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

আব্‌দুল্লা কহিলেন, "এ কি!"

কাসিম ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল।

আব্‌দুল্লা কহিলেন, "আচ্ছা! যাঃ এখন রেখে দে—আমি দেখ্‌চি!"

কাসিম কাঁদিতে কাঁদিতে মুরগী দুইটি লইয়া কুটরীতে রাখিয়া আসিল; প্লেটের শুক্‌নো চাল ফেলিয়া আবার ভাল চাল রাখিল, গামলার বাসি জল ফেলিয়া দিয়া আবার টাট্‌কা জল রাখিয়া দিল।

সমস্ত দিন কাসিম একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; স্কুলে গিয়া পড়া বলিতে

না পারিয়া মার খাইল ; সে দিন কাসিম মাঠে আর খেলা করিতে গেল না।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে আব্‌দুল্লা কাসিমকে ডাকিয়া তাহার মুরগী দুইটি আনিতে বলিলেন। কাসিম মুরগী দুইটি লইয়া ভয়ে ভয়ে কাকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আব্‌দুল্লা কাসিমের হাত হইতে মুরগী দুইটি লইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। কাসিমও সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকিল।

আব্‌দুল্লা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একটি মুরগীকে ছাড়িয়া দিল—সে উড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে কাসিমের বুকের উপর গিয়া ঝট্‌পট্‌ করিতে লাগিল ; কাসিম তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

আব্‌দুল্লা তখন উনানের পাশ হইতে ছুরি তুলিয়া লইল,—কাসিম চীৎকার করিতে লাগিল, "মেরো না কাকা, মেরো না ! আমার পোষা মুরগী ! দু'টি পায়ে ধরি ! আমাকে মারো কাকা,—আমি তোমার পায়ে ধরি, মেরো না !"—

সে চীৎকার আব্‌দুল্লার পাষাণ-বক্ষ ভেদ করিতে পারিল না। "ফের মিথ্যে কথা বল্‌বি, বল্‌ !"—

বলিতে বলিতে আব্‌দুল্লা হাতের মুরগীটিকে চাপিয়া ধরিল, ছুরি উঠাইল,—মুহূর্ত্তে পক্ষীর অর্দ্ধছিন্ন কণ্ঠ ঝুলিয়া পড়িল,—ঝর্‌ঝর্‌ঝর্‌ রক্ত ঝরিতে লাগিল।

আব্‌দুল্লা যখন কাসিমের হাত হইতে আর একটি মুরগী লইতে গেল, তখন কাসিম "মাগো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া ভূমিতলে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

আব্‌দুল্লা দরজা খুলিয়া দিল।

কাসিমের মা তখন কূয়োর ধার হইতে কাপড় কাচিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন,—কাসিমের চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া মূৰ্চ্ছিত তনয়কে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া "কাসিম! বাবা কাসিম!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আব্‌দুল্লা অনেক কষ্টে তাঁহাকে উঠাইয়া, কাসিমকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া দিল।

আব্‌দুল্লা যখন নানা উপায়ে কাসিমের চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, তখন কাসিমের মুরগীটি আসিয়া ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে ঘুরিয়া

বেড়াইতে লাগিল ;—তাহার আর ভয় নাই, সে আব্‌দুল্লার গায়ের উপর দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কাসিমের হাতে পায়ে গায়ে মাথায় ঠোঁট্‌ ঘসিতে লাগিল—তাহার বুকের উপর গিয়া বসিয়া রহিল।

জ্ঞান হইয়া কাসিম বলিয়া উঠিল, "আমার মুরগী !"

মা কহিলেন, "এই যে বাবা, এইখানে !"—আব্‌দুল্লাও তাড়াতাড়ি মুরগীটিকে কাসিমের হাতের কাছে সরাইয়া দিল।

কাসিম মুরগীকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সমস্ত রাত তাহাকে বুকের কাছে রাখিয়া শুইয়া রহিল।

ঠাকুর দেখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা সহরের গলির মধ্যে একটি দ্বিতল গৃহ। গৃহটি বহুকালের পুরাতন, জীর্ণ। গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি বহুকালের পুরাতন বিল্ববৃক্ষ। বৃক্ষের পাতাগুলি ধূলায় মলিন, শাখা হইতে শাখান্তর মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন। বৃক্ষের নিম্নতলে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত লাল রঙ্গের বেদী। বেদীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র হোমকুণ্ড। নির্ব্বাণোন্মুখ হোমানলশিখার শেষ সুরভি শ্বাস তখনও অল্প অল্প নির্গত হইতেছিল।

প্রাতঃকাল। বেদীর উপরে বসিয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ শিষ্যমণ্ডলীর সহিত সাংসারিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর স্বামীজি নবীন প্রিয়শিষ্য মহেন্দ্রকে (যাহার কাতর প্রার্থনায় স্বামীজি এইখানে আসিয়া বাস করিতেছেন) সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"মহেন্দ্র, আমার একান্ত ইচ্ছা তোমার স্ত্রীকে এখানে আন।"

"প্রভু কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, বড় দুঃখে যে, আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি।"

"আমার কিছুই জানিতে বাকি নাই। আমি সব জানিয়াই তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। তোমার স্ত্রী-রূপী ভগবানকে এখানে আন—তোমার মঙ্গল হইবে।"

"প্রভু সকলই জানেন, প্রভুর আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।"—করযুগল বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক মুদিতচক্ষে মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিয়া মহেন্দ্র কহিল, "যদি প্রভুর আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে, এখনি বামার মা'র হাতে পত্র দিয়া তাহাকে আনিতে পাঠাই।"

"বেশ।"

মহেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত একরাশ কাগজপত্র বইয়ের মধ্য হইতে অনেক কষ্টে এক্ টুক্‌রা চিঠির কাগজ বাহির করিয়া লিখিল, "ভগবতি, বামার মাকে পাঠাইলাম, ইহার সঙ্গে আসিলে সুখী হইব। ইতি মহেন্দ্র।"

মহেন্দ্রের স্ত্রীর নাম মঞ্জুভাষিণী, মহেন্দ্র তাহাকে "ভগবতি" বলিয়া সম্বোধন করিল। বামার মাকে ডাকিয়া, চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া মহেন্দ্র কহিল, "চাঁপাতলায় গিয়ে বৌয়ের হাতে এই চিঠিখানা দিয়ো, যদি আস্‌তে চায় পাল্কী ডাকিয়ে সঙ্গে করে' নিয়ে এস।"

বামার মা অনেক কালের পুরাতন ঝি, মহেন্দ্রকে সে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সে আনন্দে আটখানা হইয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ, বাবা বেশ! ঘরের লক্ষ্মী না থাক্‌লে ঘরের ছিরি কি থাকে! এই ছ' মাস যে কি করে'—তা' বাবা, আমি এখনি চল্‌লুম।"

মহেন্দ্রের মাতার নিকট গিয়া বামার মা সব কথা বলিল। মহেন্দ্রের মা কুট্‌নো কোটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বামার মা'র সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "তা' হ'লে বামার মা, তুই আর দেরি করিস্ নে, এখনি যা, যেমন করে' পারিস্ বৌমাকে নিয়ে আয়। অনেক কষ্টে প্রভুর কৃপায় বাছার আমার মন ফিরেচে।"—আঁচলের খুঁটে

চোখের কোণ মুছিয়া, বামার মা অন্দর উত্তীর্ণ হইল দেখিয়া আসিয়া, মাতা আবার তরকারী কুটিতে বসিলেন।

এইখানে স্ত্রীর সহিত মহেন্দ্রের মনোমালিন্যের কারণটা সংক্ষেপে বলা বোধ করি আবশ্যক। বাপ মা আদর করিয়া মহেন্দ্রের স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন মঞ্জুভাষিণী, কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত না হইলেও যে কোন ব্যক্তি দুই দণ্ডের আলাপেই বুঝিয়া লইতে পারিত মঞ্জুভাষিণীর ভাষা কিরূপ মঞ্জু। বাপ মা যদি মেয়ের নাম মঞ্জুভাষিণী না রাখিয়া সুরসুন্দরী রাখিতেন, তাহা হইলে বোধ করি নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা হইত। এরূপ অসামান্যা সুন্দরী প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি!—এই সুন্দরী ফুলটিকে ঘেরিয়া যে পরুষভাবের কণ্টকলতা বেড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কাহার সাধ্য ছিল যে, ইহার কাছে ঘেঁসে। দূর হইতেই ইহা দেখিতে ভাল ছিল। মহেন্দ্র কণ্টক উৎপাটনের অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হইয়া, অবশেষে ক্ষতবিক্ষতশরীরে রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে।

মহেন্দ্রের এক পিস্তুত ভাই মহেন্দ্রের সহিত একত্রে একবাড়িতে থাকিত, নাম সতীশ। মহেন্দ্রের পিতামহ পুত্রকন্যাকে সমান ভাগে বাড়ির অধিকার দিয়া যান। নানা কারণে বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া সতীশের সহিত মহেন্দ্রের সদ্ভাব ছিল না। মহেন্দ্র মঞ্জুভাষিণীকে সতীশের সহিত বাক্যালাপ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। স্বামীর আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মঞ্জুভাষিণী সতীশের সহিত মেলামেশা করিত, এমন কি, স্বামীর সম্মুখেই তাহার সহিত তাস খেলিত। ইহা মহেন্দ্রের পক্ষে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে যেদিন মহেন্দ্র দেখিল, তাহার কথা অমান্য করিয়া মঞ্জুভাষিণী নিমন্ত্রণ-বাড়ি হইতে থিয়েটার দেখিয়া রাত্রি দুইটার সময় সতীশের সঙ্গে বাড়ি ফিরিল, সে দিন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না—প্রাতে উঠিয়াই মাকে গিয়া বলিল, "বৌকে এখনি, এখনি, যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে না দাও, আমি বাড়ি ছেড়ে চল্লুম, —ওকে বা'র করে' তবে আমি জলগ্রহণ করব!"

মাতা পুত্রের মুখের ভাবে সমূহ বিপদ গণিয়া

আর কোন কথা না বলিয়া, নিজে সঙ্গে করিয়া পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিলেন। সেই অবধি স্বামীস্ত্রীতে দেখাশুনা এমন কি পত্রালাপ পর্য্যন্তও নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বামার মা ফিরিয়া আসিয়া ম্লানমুখে মহেন্দ্রের হাতে একখানি চিঠি দিল। মহেন্দ্র চিঠিখানি পড়িয়া পকেটে রাখিয়া দিল। চিঠিতে লেখা ছিল —"মা'র শরীর ভাল নেই, আমি এখন যেতে পারব না।"

বামার মা মহেন্দ্রের শুষ্কমুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "তা' বাবা, কিছু ভেবো না—বৌ বেশ আছে, সুখে আছে, খুব ভাল আছে, তার কোন কষ্ট নেই, বেশ হাসিমুখ। আমাকে কত যত্ন কর্‌লে। তোমার শাশুড়ি ঠাকরুণের কেবল একটু সর্দ্দিজ্বরের মত হয়েছে—তা' দু'দিনেই সেরে যাবে, তখন বৌমা আস্‌বে।"

মহেন্দ্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া স্নেহবৎসলা ধাত্রী

তাহার মনের জ্বালা যে আরও কত বাড়াইয়া দিল, তাহা বেচারী একটুও বুঝিতে পারিল না।

মহেন্দ্র চিঠির কথা প্রভুকে জানাইল। প্রভু বলিলেন, "তুমি নিজে গিয়া তাহাকে আন এই আমার আজ্ঞা।"

মধ্যাহ্নে প্রভুর আহারাদি শেষ হইলে, মহেন্দ্র বৌকে আনিতে চলিল। শ্বশুরবাড়ি গিয়া যখন পৌঁছিল, তখন শ্বশুর মহাশয় স্নানান্তে ভিজাগামছা-কাঁধে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতেছিলেন। মহেন্দ্র আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শ্বশুর মুখ ফিরাইবামাত্র মহেন্দ্র তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ মহেন্দ্রের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া কহিলেন, "এ কি, মহেন্দ্র! এসেছ বাবা, এস, বড় ভাল হয়েচে। ঘরে এসে বোস।"—জামাতাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরের ঘরে বসাইয়া বৃদ্ধ তাহার কাছে বসিলেন।

"তা' হ'লে এখানেই আহার কর।"

"আজ্ঞে না, আমি আহার ক'রেই এসেছি।"

"তা' বাবা এ বেশ কেন, সাংসারিক লোকের

কি গৈরিক বসন পর্তে আছে? সংসার কর্তে গেলে ও রকম হ'য়েই থাকে—তাতে কি এতটা তুমুলকাণ্ড বাধান ভাল। চল বাবা, ভিতরে তোমার শাশুড়ি ঠাকুরুণের সঙ্গে দেখা কর্‌বে।"

মহেন্দ্র হাতে করিয়া একখণ্ড "চৈতন্যচরিতামৃত" আনিয়াছিল,—তাহাকে দেখিয়াই শ্যালিকাবৃন্দ চারিদিক হইতে আসিয়া একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ বলিল, "এই যে পুঁথিবগলে কথক-ঠাকুর মহাশয় এসেছেন—আমরা কথকতা শুনব। কেহ বলিল, "দাড়িগোঁফ-কামান আমাদের রাধা ঠাকুরুণ এসেছেন।" কেহ বলিল, "তাই ত, কি মনে করে', কা'কে নিতে এসেছ, আর তর্ সইল না বুঝি!"

অনেক কষ্টে শাশুড়ি ঠাকুরুণ কন্যাদের হাত হইতে জামাতাকে রক্ষা করিয়া ঘরে আনাইয়া বসাইলেন। খানিকক্ষণ খুব কাঁদিয়া-কাটিয়া মনের ভার লাঘব করিয়া সকলের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তা হ'লে আজকের দিনটা এখানে থেকে যাও, কাল খেয়ে দেয়ে মঞ্জুকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো।"

মহেন্দ্র কহিল, "না, তা' হবে না। আমি না থাকলে প্রভুর সেবার ব্যাঘাত ঘট্‌বে।"—মহেন্দ্র কোনমতেই থাকিতে স্বীকৃত হইল না।

"তা' হ'লে মঞ্জুকে যাবার জন্মে ঠিক হ'তে বলি" বলিয়া শাশুড়ি ঠাকরুণ উঠিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মঞ্জু ত বাছা, আজ কোনমতেই যেতে রাজি হচ্চে না। আমার শরীরটা ভাল নেই কি না, আজও ভাত খাইনি। মেয়েটা মা মা করেই পাগল, মা যেন চিরকাল ওর সঙ্গে থাক্‌বে! আমারও মরণ হয় না! তা' বাছা তুমিই না হয় দু'দিন থেকে যাও না?"

"তা' হ'লে আজ আমি চল্‌লুম" বলিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া শাশুড়ি ঠাকরুণকে প্রণামপূর্ব্বক শ্যালিকাবৃন্দের কবল হইতে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া শ্বশুরবাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বাড়ি পৌঁছিয়া মহেন্দ্র প্রভুকে সমস্ত কথা জানাইল। প্রভু বলিলেন, "স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়াছিলে কি?"

"না।"

"স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া তাহাকে আসিবার জন্য বল, এই আমার শেষ আজ্ঞা।"

"প্রভুর আদেশ।"

পরদিন প্রাতে মহেন্দ্র শ্বশুরবাড়ি গিয়া মঞ্জুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। মঞ্জু যখন গম্ভীরমুখে পাল-ঙ্কের উপর আসিয়া বসিল, মুহূর্ত্তের জন্য মহেন্দ্রের মন বিচলিত হইল, কিন্তু তখনি আবার আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া মহেন্দ্র ধীরভাবে কহিল, "আমি তোমাকে নিতে এসেছি।"

"কেন ?"

"প্রভুর আজ্ঞায়।"

"প্রভু কে ?"

"সাক্ষাৎ ভগবান।"

"ভাল! আমি যাব না। আমি এখানে বেশ সোয়াস্তিতে আছি।"

"বেশ! তা' হ'লে আমি চল্‌লুম।"

মহেন্দ্র চৌকাট পার হইয়া বারাণ্ডায় পা দিয়াছে তখন মঞ্জু বলিল, "মা বল্‌ছিলেন এখানে খেয়ে যেতে।" —মহেন্দ্র সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ি ফিরিয়া মহেন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুকে সব কথা জানাইল।

প্রভু বলিলেন, "তোমাকে আর সেখানে যেতে বল্‌ব না।"

প্রভু মহেন্দ্রের বাড়িতে আর একপক্ষকাল থাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মঞ্জু যখন কোনমতেই শ্বশুরবাড়ি যাইতে রাজি হইল না, তখন তাহার পিতামাতা তাহাকে যাইবার জন্য আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না।

এদিকে প্রভু চলিয়া গেলে মহেন্দ্র যেন কেমন-তর হইয়া পড়িল। যে ধ্রুবতারার দিকে চাহিয়া সে সংসারের সকল জ্বালা ভুলিবার চেষ্টা করিতে-ছিল, তাহাকে আর চক্ষে না দেখিয়া তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। সে থাকিয়া থাকিয়া প্রভুর নীচের ঘরে গিয়া দেয়ালে টাঙ্গান প্রভুর ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া থাকে—তাহার চোখ দিয়া

জল পড়ে। প্রত্যহ সে একগাছি মালা আনিয়া ছবির উপর টাঙ্গাইয়া দেয়, ধূপকাঠি জ্বালাইয়া ছবির চারিদিকে ঘুরায়, বেদীর উপর ফুল ছড়াইয়া দেয়।

প্রাতে মহেন্দ্রের হোম শেষ করিয়া উঠিতে প্রায় দশটা বাজিয়া যাইত। তাহার পর সে রোগী-পরিচর্য্যায় বাহির হইত। পথে পথে ঘুরিয়া, দীন-দুঃখীর সাহায্য করিয়া বাড়ি ফিরিতে দুই তিনটা হইত। তাহার পর মহেন্দ্র স্নান করিয়া আহার করিত। কোন দিন বা কোন অভুক্তকে সঙ্গে আনিয়া মহেন্দ্র নিজের প্রস্তুত অন্ন তাহাকে থালাসুদ্ধ ধরিয়া দিত। মহেন্দ্রের মাতা কত নিষেধ করিতেন—মহেন্দ্র তাহাতে কর্ণপাতও করিত না।

এইরূপ নানা উপায়ে মহেন্দ্র যখন মনকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রভুর নিকট হইতে একদিন একখানি চিঠি পাইল,—প্রভু তাহাকে পুরীর আশ্রমে তাঁহার নিকটে গিয়া কিছুদিন থাকিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। মহেন্দ্র সেই-দিনই প্রভুর নিকটে চলিয়া গেল।

ঝড়ে পথিক আশ্রয় লাভ করিয়া যেরূপ প্রাণ পায়, মহেন্দ্র প্রভুকে পাইয়া সেইরূপ প্রাণ পাইল ; —প্রকৃতির রুদ্রশ্যাম শোভার মাঝখানে জগন্নাথের বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনের সমস্ত ক্লেদ দূর করিল।

মহেন্দ্র অহোরাত্র প্রাণপণে দীনদুঃখীর সেবা করিতে লাগিল ;—কত বিপন্নকে আশ্রয় দান করিল, কত মরণাপন্নকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিল, কত হতাশ্বাস ম্রিয়মাণকে আশার আলো দেখাইল। লোকে মহেন্দ্রকে "বাবাঠাকুর" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "নিশ্চিতই এ মানুষ নয়, দেবতা !"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাতে স্নানান্তে প্রভুর চরণধূলি লইয়া মহেন্দ্র মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে। মহেন্দ্রের পরিধানে গৈরিক বসন, স্কন্ধে উপবীত ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, নাসিকায় সূক্ষ্ম তিলকরেখা,

শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখখানি পূর্ণেন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। চলিতে চলিতে একটির পর একটি কত লোক মহেন্দ্রের সঙ্গ লইল, কত সুন্দরী তাহার পদধূলি লইতে লাগিল, বৃদ্ধ বয়স্কেরা "বাবা-ঠাকুরের জয় হউক্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, বালকেরা হাস্যমুখে কেহ ফুল, কেহ মালা আনিয়া "বাবাঠাকুরের" হাতে গলায় দিতে লাগিল।

এই সময়ে এক রমণী বৃদ্ধ পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর দেখিতে যাইতেছিল ;—হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া বাহির হইবার অস্থির চেষ্টায় মহেন্দ্রের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। তখন ভিড়ের মধ্য হইতে একজন চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "মাগীর রকম দেখেচ! 'বাবাঠাকুরের' গায়ের উপর এসে পড়ে, —মরণ আর কি!" একজন মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "মাগী এই বয়সেই চোখের মাথা খেয়েচে!" আর একজন বলিল, "ছুঁড়ি এক গা গয়না পরে' ঠাকুর দেখ্‌তে যাচ্চে—মুখে আগুন!"

রমণী কোনমতে ভিড়ের বাহির হইয়া দূরে রাস্তার একপাশে আসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল ;—

লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, স্বেদসিক্ত কুন্তলজাল আলুথালুভাবে মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। রমণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ-নয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় "বাবাঠাকুরের" দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

তখন ভিড়ের মধ্য হইতে একজন গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছে—

আপন জনায় চিন্‌তে নার
জীবন-ভরা অভিমানে,
(আজো) ভাঙ্‌ল না ভুল, পাক্‌ল যে চুল,
ডুব্‌ল না মন প্রেম-তুফানে।
ঘুরে মর মিছে কাজে,
হেঁট-মুখে রও মলিন লাজে,
(ও তুই) পরশ-পাথর চিন্‌লি না রে
কাজ হারালি আপন ধ্যানে।

জনতা ক্রমে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া গেল, গানের স্বর অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিল, —রমণী তখনও একদৃষ্টে শূন্য পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আর থাকিতে না পারিয়া কহিল, "দিদিমণি, ঠাকুর দেখতে যাবে না?"

রমণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "দেখা হয়েচে ভব, চল্ বাড়ি ফিরে' চল্।"

বৃদ্ধা রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এ কি! দিদিমণি কাঁদ্চ যে!"

রমণী কোন কথা না বলিয়া ফিরিয়া চলিল; তখন তাহার বসনাঞ্চল চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

পাড়াগেঁয়ে

আকাশ বাতাস ও আলোর প্রভাবে রমানাথের জীবন নিতান্ত সহজভাবে প্রকৃতির কোলে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জন্মাবধি সে সহরের মুখ দেখে নাই। সহরের ইঁট-কাঠ-চূণ-স্বরকীনির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, আলো, পাখা, কলকারখানা —এ সকলের কথা সে অনেকবার শুনিয়াছিল, কিন্তু এগুলিকে রমানাথ বাস্তবরাজ্যের অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারিত না। শান্ত বনানীর অসংখ্য শাখাপরিবেষ্টিত, ছায়ালোকমণ্ডিত, তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর ও তাহার আশপাশই রমানাথের বাস্তবরাজ্যের একমাত্র সীমানা ছিল। ইহার বাহিরে যে আর কিছু থাকিতে পারে, রমানাথ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। সে নির্জ্জনে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়ার কণ্ঠস্বরে স্বর মিলাইয়া শিস্ দিতে থাকিত, কোঁচড় ভরিয়া শিউলি, চাঁপা, রজনীগন্ধা ফুল তুলিয়া

বেড়াইত, নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া দিন কাটাইত।

রমানাথ আশৈশব পিতৃমাতৃহীন। রমানাথের এক বৃদ্ধা মাসী তাহাকে লালন-পালন করিতে-ছিলেন।

রমানাথের লেখাপড়া সামান্যই হইয়াছিল। গ্রামের এক প্রাচীন দোকানদারের নিকট সে প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, শিশুবোধ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িয়া তাহার মাসীকে শুনাইত। অধিকাংশ সময়ই রমানাথ বাঁশঝাড়ের তলায় চঞ্চল রৌদ্রের খেলা দেখিত, মধ্যাহ্নে, উত্তপ্ত বাতাসে, সুনির্ম্মল আকাশের নীচে যে দু'একখানা মেঘ ভাসিয়া যাইত, তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ছুটাছুটি করিত,—অনেকদূরে যে গাছটা আর সব গাছগুলার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়া তাহার উপরকার শাখাপ্রশাখা রৌদ্রে বিছাইয়া দিয়া শান্ত-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার দিকে হাঁ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। সব চেয়ে রমানাথের গাছপালারই সখ্‌ ছিল;—ছোট ছোট গাছ

পুঁতিয়া, মাটি খুঁড়িয়া, জল ঢালিয়া তাহাদের বড়-করার মত এমন্ আনন্দ সে আর কিছুতেই পাইত না। তাহাদের ছোট্ট গ্রামখানির ভিতর এমন্ শতাধিক বৃক্ষ তাহারই যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

রমানাথ একদিন স্নান করিতে গিয়া দেখিল, তীরে একখানি নৌকা বাঁধা আছে। অনেকগুলি বালক জলে নামিয়া কোলাহল করিতেছে। কেহ জল ছুঁড়িতেছে, কেহ কাদা মাখিতেছে, কেহ বা তীরের কাছে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতার শিখিতেছে। নৌকার উপর বসিয়া একটি ভদ্রলোক তামাক খাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছিলেন।

হঠাৎ একটি বালক "গেলুম, বাবা রে গেলুম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বেশী জলে গিয়া পড়িয়াছিল, অথচ ভাল সাঁতার জানিত না। নৌকার ভিতর হইতে স্ত্রীলোকেরা "ওগো, কি হ'ল গো," বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ভদ্রলোকটি "ধর, ধর," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রমানাথ মুহূর্ত্তের মধ্যে জলে ঝাঁপাইয়া

পড়িয়া বালকটির কাছে গিয়া, তাহাকে টানিয়া তীরের কাছাকাছি লইয়া আসিল।

রমানাথের আদর আর ধরে না। মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। বালকের পিতা রমানাথকে কোলে করিয়া নৌকায় লইয়া আসিলেন, তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া দিয়া নূতন জামা কাপড় পরাইয়া দিলেন, তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইলেন; রমানাথের মুখে তাহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি বাবা, আজ থেকে আমাদের ছেলের মত হ'লে। আমাদের সঙ্গে কল্‌কাতায় চল। তোমার মাসীকেও আমরা নিয়ে যাব।"

ভদ্রলোকটি তখন রমানাথের মাসীকে ডাকাইয়া আনিয়া সব বলিলেন, নিজেরও পরিচয় দিলেন। তিনি কলিকাতায় এক সওদাগর-আফিসে বড় চাকরী করেন, নাম নগেন্দ্রনাথ রায়, জাতিতে বৈদ্য। পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলেন। ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে; স্ত্রীর শরীর ভাল নাই, তাই নৌকাপথে হাওয়া খাইতে খাইতে কলিকাতায়

ফিরিতেছেন। তাঁহার ছেলেটি রমানাথের প্রায় সমবয়সী, দুইজনে একসঙ্গে বেশ থাকিবে। তিনি সমস্ত ভার লইতে প্রস্তুত। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "আমার হারু এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমানাথকে অনেককালের পুরোণো বন্ধুর মত করে' ফেলেচে—ঐ দেখ না!"—হারু তখন আপনার ব্যাগের জিনিষপত্র রমানাথকে দেখাইতেছিল,—মায়ের কথা শুনিয়া সে একমুখ হাসি লইয়া রমানাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি একে আর ছেড়ে দেব না।"

রমানাথের মাসী কলিকাতায় যাইতে চাহিলেন না। তাঁহার গ্রাম ছাড়িয়া, চাষের জমি ছাড়িয়া যাইতে মন সরিল না। তবে রমানাথকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। মাসী বলিলেন, "রমাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, নিয়ে যাও। আমি বুড়োথুড়ো হয়েছি, কখন্ কি হয়। ওর যদি একটা উপায় হয় সে ত ভাল কথা।"

আশৈশব পল্লীগ্রামে থাকিয়া রমানাথের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত, সহর দেখিয়া আসে। তাহাদের

গ্রামবাসী দু'একটি লোকের মুখে কলিকাতার বিবরণ শুনিয়া ইদানীং তাহার কলিকাতা দেখিবার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য, সে তাহার মাসী এবং পল্লীধাত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে বিশেষ কোন আপত্তি করিল না।

সেইদিন অপরাহ্নে যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, রমানাথের মাসী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

২

কলিকাতায় আসিয়া রমানাথ যাহা দেখে তাহাতেই অবাক্ হইয়া যায়। সে তাহার মাসীর নিকট যে পরীরাজ্যের গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে হইল, এ সকল সেই পরীরাজ্যেরই অন্তর্ভূত। তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার বন্ধু হারাধনেরও দিনকতক আহারনিদ্রা ত্যাগ হইল।

অপরিচিতকে কলিকাতার মধ্যে পরিচিত করিয়া দেওয়াকে হারাধন বিশেষ একটা গৌরবের কাজ বলিয়া মনে করিল। এক একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখায়, আর রমানাথ অবাক্ হইয়া তাহা দেখে।

ঐ দেখ পাঁচঘোড়ার গাড়ী, ঐ দেখ মনুমেণ্ট, ঐ দেখ বড়লাট সাহেবের বাড়ি,—রমানাথ হাঁ করিয়া দেখে। হারু বিজয়ী বীরের মত উল্লাসে রমানাথকে লইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।

কিন্তু হারুর মনে শীঘ্রই ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রমানাথ পাড়াগেঁয়ে বলিয়া সময়ে সময়ে বিপদে পড়িত। একদিন অসাবধানতাবশতঃ এক ঘোড়ার গাড়ীর সম্মুখে পড়িয়া সে চাবুক খাইল, আর একদিন ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, হারুর সঙ্গে একদিন ফুটবল খেলিতে গিয়া এমন্ এক ধাক্কা খাইল যে, ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এই সকল ব্যাপারে রমানাথকে লক্ষ্য করিয়া যে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত, হারু তাহাতে যোগ দিত। হারু মনে করিত, রমানাথ তাহার বিশেষ সম্পত্তি, এবং তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে হাসাইবার এক আশ্চর্য্য কল।

রমানাথ বাড়িতে আসিয়া হারুর নিকট প্রায়ই করুণভাবে অনুযোগ করিত। সে বলিত, "অন্য লোকে হাসে হাসুক, তুমি তা'দের সঙ্গে হাস কেন!

ট্রাম থেকে নাম্‌তে গিয়ে পড়ে' গেলুম, তুমি কোথায় আমাকে ধরে' তুল্‌বে, না তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরও হাস্‌তে লাগলে! সেদিন গাড়োয়ানটা আমায় চাবুক্‌ মার্‌লে, তুমি হেসে উঠে বল্‌লে, বেশ হয়েছে! ছেলেগুলো সেদিন আমার কাণ ম'লে দিলে, কত রকম ঠাট্টা কর্‌লে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লে! তোমার কি ভাই এ সব উচিত ?"

হারু বলিত, "বাঃ রে, আমিও বুঝি তোমার সঙ্গে ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য কর্‌ব—লোকে আমাকে পাড়াগেঁয়ে বোকা বলুক্‌ আর কি!"

রমানাথ বলিত, "আমি হ'লে অমন্‌ কর্‌তুম না।"

রমানাথের একটি প্রধান দোষ ছিল, সে সব সত্যকথা বলিয়া ফেলিত। হারু যদি বাপকে লুকাইয়া ঘুড়ি উড়াইত, কিংবা পেটের অসুখের উপর চানাচুর খাইত, অথবা দুপুর বেলায় ইডেন্‌ গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত,—রমানাথের জন্য সে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত। হারু বলিত, "তুমি ত আচ্ছা বোকা! বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আর সব

বলে ফেল্লে! আচ্ছা বোকা ত!" রমানাথ বলিত, "আমি কি কর্‌ব, আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌ব!"

উত্তর শুনিয়া হারু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে সে রমানাথের সঙ্গে বেড়ান একেবারে বন্ধ করিয়া দিল।—রমানাথ একলাটি এঘর সেঘর করিয়া বেড়াইত।

রমানাথের জন্য হারু তাহার বাপের নিকট প্রায়ই মার খাইত। ইহাতে হারুর মাও রমানাথের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; বলিতেন, "কি রকম হাবা ছেলে, কেবলই আমার হারুর নামে লাগায়!"

এইরূপে রমানাথ নগেন্দ্রবাবুর গৃহে অনাদরে দিন কাটাইতে লাগিল।

৩

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, সে হারুর সঙ্গে একক্লাশে পড়িত। পড়াশুনায় রমানাথের খুব মন ছিল, এজন্য নগেন্দ্রবাবু তাহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং ভাল ভাল জিনিস কিনিয়া দিতেন। হারুর মনে ইহাতে খুব হিংসা

হইত, সে রাতদিন রমানাথকে জব্দ করিবার ফন্দী খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হারু জানিত, রমানাথ খুব গাছপালা ভালবাসে; সে তাহার কাছে কত রকম গাছের নাম করিত, স্কুলে যাইবার সময় পথে কত রকম গাছ চিনাইয়া দিত, কত রকম ফুলের নাম করিত,—কোন্ ফুল কখন্ ফোটে, কোন্ ফুলের কি রকম রঙ্, তাহাদের বাড়িতে কি কি গাছ আছে,সব বলিত।

একদিন শনিবারে স্কুল হইতে ফিরিবার সময় হারু রমানাথকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলডাঙ্গায় এক বাবুর বাগান-বাড়িতে গেল। মালী ছাড়া আর কেহই তখন সেখানে ছিল না। দু'জনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিল; কত রকমের ফলফুলের গাছ, কত রকমের লতাপাতা,—দেখিয়া রমানাথের আনন্দ আর ধরে না। এত রকমের গোলাপ গাছ সে কখনও চক্ষে দেখে নাই।

হারু বলিল, "এস ভাই, আমরা একটা গোলাপ-গাছ চেয়ে নিই, টবে পুঁতে ছাতে রেখে দেব—কেমন?"

রমানাথের ভারি আনন্দ হইল, সে বলিল, "বেশ ভাই, বেশ !"

হারু বলিল, "তুমি ভাই, তা' হ'লে এখানে একটু দাঁড়াও, আমি মালীর কাছে গিয়ে সব ঠিক কর্‌চি।"

রমানাথ দাঁড়াইয়া রহিল। হারু মালীর কাছে গিয়া তাহার হাতে এক্‌টা টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "এক্‌টা গোলাপফুলের গাছ দিতে পার ?"

মালী টাকা পাইয়া এক্‌টার পরিবর্ত্তে ত্নইটা গাছ আনিয়া হারুকে দিল। হারু তখন রমানাথকে দেখাইয়া দিয়া মালীকে চুপিচুপি কি কহিল ; তাহার পর রমানাথের কাছে গিয়া তাহার হাতে ত্নইটা গাছ দিয়া কহিল, "এই দেখ, কেমন গাছ এনেছি ! কাউকে বোলো না ভাই যে, আমি তোমাকে গাছ দিয়েচি। বল্‌বে না ত এ্যাঁ ! তোমার আবার বলে' দেওয়া রোগ আছে !"

রমানাথ প্রতিশ্রুত হইল, কাহাকেও সে বলিবে না।

উভয়ে বাড়ি ফিরিল ; ত্নইটা ভাঙ্গা মাটির কলসীতে মাটি ভরিয়া, গাছ পুঁতিয়া ছাতে রাখিয়া

দিল। মালী তাহাদের পিছনে পিছনে আসিয়া তাহাদের বাড়ি দেখিয়া গেল।

পরদিন নগেন্দ্রবাবু বৈকালে আপিস হইতে আসিলে মালী আসিয়া তাঁহার কাছে গাছ-চুরির নালিশ করিল,—তাঁহারই বাড়ির এক ছেলে তাহার মনিবের বাগান হইতে গাছ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু হারু রমানাথ উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উভয়ে আসিলে, মালী রমানাথকে দেখাইয়া কহিল, "এই বাবুই আমার গাছ নিয়েচে।"

নগেন্দ্রবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। রমানাথ ত সে রকমের ছেলে নয়! নগেন্দ্রবাবু ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে, বোধ হয় মালীর দেখিবার ভুল হইয়া থাকিবে।

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "বল ত রমা, কি হ'য়েছিল?" রমানাথ প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াও হারুর নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া কোন কথাই প্রকাশ করিল না। রমানাথ ছলছলনেত্রে বলিল, ক্ষমা করবেন, আমি কিছু

বল্‌তে পারব না।" নগেন্দ্রবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। রমানাথ কখনও তাঁহার মুখের উপর কথা বলে নাই। নগেন্দ্রবাবু রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "সে কি! বল্‌তে পারবে না কি!" রমানাথ অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি কিছু বল্‌তে পারব না।" নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা' হ'লে নিশ্চয়ই তুমি গাছ নিয়েচ!" রমানাথ চুপ্ করিয়া রহিল।

হারু দূরে দাঁড়াইয়া রমানাথের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার ভয় হইতেছিল, রমানাথ কি বলিয়া ফেলে।

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "তা' হ'লে বুঝলুম্, তোমার উপর আমার যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।"—একটু থামিয়া নগেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি যে কেবল বিশ্বাসের অযোগ্য তা' নও, তুমি চোর, তুমি প্রবঞ্চক! তুমি আমাকে এতদিন প্রতারণা করে' এসেছ!"—নগেন্দ্রবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বেত লইয়া রমানাথকে উপর্য্যুপরি আঘাত

করিতে লাগিলেন—বেত্রাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল।

হারু সমস্ত দিন আর রমানাথের কাছে ভিড়িল না; নগেন্দ্রবাবু রমানাথের সঙ্গে সেদিন কোন কথা বলিলেন না; বাড়ির কেহই রমানাথের কোন খোঁজ লইল না। নিতান্ত উপেক্ষায়, অনাদরে, বেদনায় রমানাথ আস্তে আস্তে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

হারুর মা বলিলেন, "যা' হোক্ বাপু, অমন্ ছেলেকে বাড়িতে রাখ্‌তেও আমাদের ভয় করে।" তাঁহার দিদি বলিলেন, "আমি ত প্রথমেই বলেছিলুম, পাড়াগেঁয়ে ছেলে—পেটে পেটে নষ্টামি বুদ্ধি! ওদের কি বাড়িতে যায়গা দিতে আছে!"

রাত্রে খাবার সময় হারুর মা রমানাথকে ডাকিতে আসিলেন। রমানাথ বলিল, "আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না।"

মাঝরাত্রে রমানাথ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। জ্বরের তাপে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল, বেদনায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িতেছিল।

রমানাথ একাকী একঘরে থাকিত ; সে উঠিয়া ঘরময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল,—তাহার মাসী, তাহার পল্লী ভবনের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভোর হইতে না হইতে রমানাথ দুইটি টাকা সঙ্গে লইয়া, খালিপায়ে খালিগায়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

পথের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া, গাড়ি চড়িয়া, রমানাথ একেবারে তাহার পল্লীবাসভবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দ্বিপ্রহরের প্রখর তেজে সমস্ত বনভূমি শুষ্ক, ম্রিয়মাণ ; রৌদ্রের দাপটে গাছ-গুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে। রমানাথ দৌড়াইয়া গিয়া, নদীর জলে কাপড় ভিজাইয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া সমস্ত গাছের তলায় জল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখানে বকুল গাছটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে, এখানে শিউলিগাছের সব পাতা খসিয়া পড়িয়াছে, এখানে গোলাপগাছটি কিসে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। রমানাথ জ্বরগায়ে রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া সব ঠিক করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণের দিকে হঠাৎ মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দুইজন কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করিয়া মাঠে যাইতে যাইতে দেখিল, এক বালক ছোট একটি সন্ধ্যামণির চারাগাছ নিজের শরীর দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া আছে। তাহারা কাছে গিয়া দেখিল, বালকটির জ্ঞান নাই—কোন কথার উত্তর দিতে পারিতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিতেছে, "একবার রোদে পোড়ায়, আবার বৃষ্টিতে ভেজায়,—একি কাণ্ড!"

কৃষকদের মধ্যে একজন রমানাথকে চিনিতে পারিল। সে রমানাথের মাসীকে খবর দিল। মাসী আসিলে, সকলে ধরাধরি করিয়া রমানাথকে ঘরে লইয়া গেল। রমানাথের মাথা দিয়া তখন আগুন বাহির হইতেছে, চোখ দু'টা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে বিছানায় শুইয়া ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া মাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মাসী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটিতে জল আনিয়া রমানাথের মুখে চোখে দিতে লাগিল, পাখা করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল। কৃষক

দুইজনের মধ্যে একজন ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল, আর একজন পাড়াপ্রতিবেশিনীকে খবর দিতে ছুটিল। মাসী রমানাথকে লইয়া একলা বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণপরেই নগেন্দ্রবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে হারুকে লইয়া রমানাথের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারু রমানাথকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি বাবাকে সব বলেছি ভাই, আর কখ্‌খনো এমন্ করব না—কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না! চল ভাই আমাদের বাড়ি ফিরে' চল।"

রমানাথ কোন কথা কহিল না—অনেকক্ষণ নিস্পন্দের মত থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া, দুইহাতে প্রাণ-পণে হারুর গলা জড়াইয়া ধরিল, তখনই আবার ছাড়িয়া দিয়া ঘটি লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। সকলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

কাঁটা মাড়াইয়া, বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া, রমানাথ সন্ধ্যামণির গাছতলায় আসিয়া ঘটিটি একেবারে উপুড় করিয়া দিল। তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, পায়ে বল নাই, সে আর

দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—মাটিতে শুইয়া পড়িল।

সকলে যখন রমানাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শ্রান্ত বালক ঘটিটি হাতে করিয়া সন্ধ্যা-মণির গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কুকুরের মূল্য

তখন বৃদ্ধবয়সে পেন্‌সন্ লইয়া রেঙ্গুনে আসিয়া বাস করিতেছি। ছেলে ঐখানেই কাজ করে, ছেলের কাছে ছেলের মত হইয়া থাকি,—খাইদাই ঘুমোই, ফরমায়েস মত সব জিনিসপত্র পাই, নাতিপুতি লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া সময় কাটাই।

আমাদের বাড়ি ঠিক রাস্তার ধারেই ছিল, সামনে ফুল-বাগান।

সেদিন অপরাহ্ণে সাম্‌নের বাগানে বসিয়া বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছিলাম; বুড়ো কুকুর জিমি কিছুদূরে ঘাসের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল; চাঁপাফুলের গন্ধে তখন বুড়াবয়সেও মনটা কেমন্ কেমন্ করিয়া উঠিতেছিল।

গল্প করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, এক দীর্ঘকায়

বৃদ্ধ বর্ম্মাবাসী পথে চলিতে চলিতে আমাদের বাড়ির দিকে চাহিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল, তাহার পর আস্তে আস্তে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুকুরের কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, "জেয়া" "জেয়া" বলিয়া ডাক দিল, —কুকুরটা লেজ নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া আনন্দে লোকটির চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল।

আমরা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

লোকটি তখন আমাদের কাছে আসিয়া কহিল, "ক্ষমা করিবেন, যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

আমি কহিলাম, "স্বচ্ছন্দে।"

লোকটি কহিল, "এ কুকুরটি আপনারা কোথায় পাইলেন?"

আমি কহিলাম, "অনেকদিন পূর্ব্বে এক সাহেবের নিকট হইতে কিনি।"

লোকটি কহিল, "ইহার নাম কি?"

আমি কহিলাম, "সাহেব ইহাকে জিমি বলিয়া ডাকিত—আমরাও সেই নামে ডাকি।"

লোকটি কহিল, "ইহার এক চক্ষু কি পূর্ব্বেই এইরূপ নষ্ট ছিল?"

আমি কহিলাম, "হাঁ।"

লোকটি তখন সন্দেহমুক্ত হইয়া যেন আরও অস্থির হইয়া পড়িল; জিমির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর উঠিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুজি, পুরাতন বন্ধুকে আবার অনেকদিনের পর আজ দেখিতে পাইলাম। এ কুকুরটি আমারই ছিল, ইহার একচক্ষু আমিই নষ্ট করিয়াছি। বাবুজি, আমি এ কুকুরটিকে ঠিক ছেলের মত দেখিতাম, আমার একমাত্র কন্যা নিলুয়াও ইহাকে খুব ভালবাসিত। ইহাকে হারাইয়া নিলুয়া দুইদিন জলস্পর্শও করে নাই। তাহার পর আবার যখন ইহার সহিত দেখা হয়, সে কাহিনী—বাবুজি, আপনারা বিরক্ত হইতেছেন—"

আমি কহিলাম, "না, কিছুমাত্র না, আপনি বলিয়া যান।"

আমি লোকটিকে বসাইয়া চা ও চুরুট দিলাম। লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল ;—"সে অনেকদিনের কথা। তখন কোম্পানির সহিত আমাদের লড়াই বাধিয়াছে। ইরাবতীর বিস্তৃত তটভূমি অধিকার করিয়া ইংরাজসেনা শিবির স্থাপন করিয়াছে ; সারিসারি, ছোট ছোট অসংখ্য তাম্বু পড়িয়াছে, সন্নিকটে একটি প্রাচীন ফুঙ্গিমঠের মধ্যে সেনাপতি রহিয়াছেন ; চারিদিকে চাঁপা, নাগেশ্বর, নারিকেলের বড় বড় গাছ, তাহাদের গা দিয়া একটি উচ্চ প্রাচীর মঠটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

"তখন আমার বয়স পঞ্চাশ হইবে, দেহে অসুরের মত বল, একলাই দশবিশজনকে অনায়াসে সাবাড় করিতে পারিতাম।"

আমি কহিলাম, "চেহারা দেখিয়াই তাহা অনুমান করা যায়।"

লোকটি বলিতে লাগিল,—"আমাদের এক ডাকাতের দল ছিল, আমি তাহার সর্দ্দার ছিলাম। আমরা মনে মনে জানিতাম, লড়াই করিয়া ইংরাজের

সহিত কোনমতে পারিয়া উঠিব না—পদস্থ সৈনিক-পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সেনাধ্যক্ষকে হত্যা করিবার ভার আমার উপর পড়িল।

"তখন বর্ষাকাল, প্রতিরাত্রেই অল্পবিস্তর ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে।

"অন্ধকার রাত্রে গোপনে একদিন আমি সেনাধ্যক্ষের আবাসস্থানটি ভাল করিয়া দেখিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গেটের কাছে যত কড়াক্কড় পাহারা, অন্যস্থানে ততটা নাই।

"ইহার পর একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া প্রাচীরের চারিপাশ ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম। দেখিলাম, একস্থানে ভিতর হইতে একটি লতাবৃক্ষ উঠিয়া প্রাচীরের বাহিরদিকেরও অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া একটা ঝোপের মত করিয়া রাখিয়াছে। সেদিন স্থানটি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"এবার যেদিন গেলাম, আমার সঙ্গে সিঁদকাটি ও অন্যান্য যন্ত্র ছিল। ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া প্রাচীরের গায়ে—আমার তখনকার বিপুল বপু যাহাতে সহজে

প্রবেশলাভ করিতে পারে, এমন্ একটি গর্ত্ত করিলাম। গর্ত্তের উভয়মুখ লতাবৃক্ষের ঘনপল্লবে অদৃশ্য রহিল।

"অন্ধকার রাত্রি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিক নিস্তব্ধ। আমি আস্তে আস্তে গর্ত্ত দিয়া শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিলাম, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিলাম ;—দেখিলাম, দূরে মঠগৃহের একটি কক্ষ হইতে আলো আসিয়া বারাণ্ডার এককোণে পড়িয়াছে, সেখানে বাঘের মত এক প্রকাণ্ড কুকুর থাবা পাতিয়া পড়িয়া আছে ;—তাহার চোখ দু'টা আগুনের মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, যেন সাক্ষাৎ যমদূত। আমার অগ্রসর হইবার আর সাহস হইল না। ফিরিয়া আসিলাম।

"অন্য একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সেদিন কুকুরটিকে আর দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াছি, পরক্ষণেই দেখি, দুইজন অশ্বারোহী গেটের কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইল, দুইজনে চুপিচুপি কি কথা কহিতে লাগিল। আমার মনে হইল, একজন আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইল। আমি

আস্তে আস্তে সরিয়া সরিয়া এক বৃক্ষতলে আসিয়া হাত পা ছড়াইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। অশ্বারোহিদ্বয়ও সেইস্থানে আসিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়া দুইটিকে বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়ন করিলাম।

"এবার আমি মরিয়া হইলাম। জীবনমরণকে তুচ্ছ করিয়া একদিন গভীর রাত্রে আমি শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে বারাণ্ডার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে সেই কুকুরটাও ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমার কাছাকাছি আসিয়াছে, আমি সজোরে ছোরা তুলিয়া তাহার মুখে বসাইয়া দিলাম; সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে এক সৈনিকপুরুষ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল,—তাহার একহাতে আলো, অন্য হাতে পিস্তল। আমি বুঝিলাম, ইনিই সেনাপতি। কিছু ঘটিবার পূর্ব্বেই চারিদিক্ হইতে প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল।

"আমি কুকুরকে চিনিতে পারিলাম; কুকুরটিও আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল, আমার বুকের উপর বারবার ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমার গা চাটিতে লাগিল। সেনাপতি "জিমি" "জিমি" বলিয়া কুকুরকে ডাকিতে লাগিল—সে তাহাতে কাণ না দিয়া নেজ নাড়িতে নাড়িতে আমার চারিপাশে কেবল ঘুরিতে লাগিল।

"সেনাপতি আমাকে প্রাণে মারিল না—আমি বন্দী হইয়া গৃহরুদ্ধ হইলাম। কুকুরটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল,—ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহির হইতে সে দরজা আঁচড়াইতে লাগিল। সমস্ত রাত আমি তাহার করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম।

"প্রাতে আমাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যথন দ্বার মুক্ত করা হইল, দেখিলাম, বহির্দ্দেশের দ্বারপ্রান্ত রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। কুকুরটি তথনও সেথানে দাঁড়াইয়া আছে।

"আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল; কুকুরটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল, লাফাইয়া

লাফাইয়া আমার চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল, সম্মুখে আসিয়া করুণ-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পটি-বাঁধা চোখ দিয়া তখনও রক্ত ঝরিতেছে।

"আমি যতক্ষণ না গেট পার হইলাম, কুকুরটি আমার সঙ্গ ছাড়িল না; আমার সহিত সে বাহির হইয়া আসিতেছিল, একজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি বন্দী হইয়া রহিলাম। যুদ্ধশেষে আমি মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু কুকুরটিকে আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই—সদাসর্ব্বদা আমার তাহারই কথা মনে হইত।"—

"বাবুজি, ইহাদের প্রাণ আছে, মানুষের মত ইহারা অকৃতজ্ঞ নহে"—বলিয়া লোকটি বারবার কুকুরের মুখচুম্বন করিতে লাগিল।

ব্রহ্মদেশবাসীর এই কাহিনী শুনিয়া আমার চোখে জল আসিয়াছিল। আমি কহিলাম, "এ কুকুরটি আনন্দের সহিত আমি আপনাকে উপহার দিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।"

লোকটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া, আমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বাবুজি, আমি কি বলিয়া আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইব, আপনার এ দয়া আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না !"—দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল আমার হাতে ঝরিয়া পড়িল।—লোকটি পুনরায় কহিল, "আমার নাম উথা-ওয়ে, আমি কখন্ কোথায় থাকি ঠিক নাই—আপনাকে আমার ঠিকানা দিতে পারিলাম না, কিন্তু যখনই সুবিধা পাইব, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

লোকটি আমাদিগকে অভিবাদন করিতে করিতে চলিয়া গেল—"জেয়া" বলিয়া ডাকিতেই কুকুরটিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দান করিয়া আমি জীবনে কখনও এত সুখ পাই নাই।

একমাস পরে আমার নামে এক পার্শেল আসিল। খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ উজ্জ্বল চুণী রহিয়াছে ; এক টুক্রা কাগজে লেখা—উথা-ওয়ের কৃতজ্ঞতার উপহার।

অনেক যায়গায় চুণীটি যাচাই করিলাম—সকলেই বলিল, ইহার মূল্য দশহাজার টাকার কম নহে।

ঋণশোধ

সরলা ও সুকুমারী বেথুন-কালেজে এক ক্লাশে পড়িত। তাহাদের বাড়ি পাশাপাশি ছিল। উভয়ে প্রায়ই একত্রে থাকিত—খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা কোন কাজেই সরলাকে না লইলে সুকুমারীর চলিত না। সরলার মাকে সুকুমারী মাসীমা বলিয়া ডাকিত, তিনিও সুকুমারীকে ঠিক মেয়ের মত স্নেহ করিতেন। উভয়ের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ বন্ধন কখনও যে শিথিল হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না।

সরলা ও সুকুমারী প্রায় সমবয়সী ছিল—সরলা কিছু বড় হইবে। ভোরবেলা উঠিয়াই সুকুমারী সরলার বাড়ি পড়িতে যাইত। সরলা খুব বুদ্ধিমতী ছিল—সুকুমারী তাহার কাছে পড়া বুঝাইয়া লইত। পড়া হইয়া গেলে দুইজনে মিলিয়া উপর নীচে ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়াইত, দুইজনে নানারকম খেলা

খেলিত। কখনও সরলা উকিল সাজিত, সুকুমারী কাউন্‌সেল হইত, কখনও সরলা পিয়ন হইত, সুকুমারী পোষ্টমাষ্টার হইত, কখনও সরলা তেতলার উপর গিয়া একা বসিয়া থাকিত, যেন সিমলা-পাহাড়ে উঠিয়াছে, সুকুমারী নীচে খেলার ঘরে বসিয়া কলিকাতা হইতে তাহাকে পত্র লিখিত;—সরলা উত্তর দিত, সুকুমারী ফের পত্র দিত, সুকুমারীর ছোট ভাই পঞ্জাব-মেল হইয়া ছুটিত—সকলের ভারি আমোদ হইত।

প্রায় পনেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সরলা ও সুকুমারী বেথুন-কালেজে ও বাড়িতে একত্রে বাস করিয়াছে, পড়িয়াছে, খেলিয়াছে, কখনো একদিনের জন্যও তাহাদের মনোমালিন্য হয় নাই। উভয়ে ভাবিত, চিরকাল এইরূপ হাসিয়া খেলিয়া তাহাদের দিন কাটিয়া যাইবে।

যেবার সরলা এফ, এ, পরীক্ষা দিল, তাহার বাবা মারা গেলেন। সরলার বাবা জমীদারের নায়েব ছিলেন; যদিও বেশ মোটা মাহিনা পাইতেন, তবু মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সরলার আর পড়া হইল না—তাহার মা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

সুকুমারী রাতদিন সরলার কাছে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত। সরলার শুক্‌নো মুখ দেখিয়া সুকুমারীর বড় কষ্ট হইত; সে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, "দুঃখু করিস্‌নে ভাই, তোর দুঃখ্‌ দেখ্‌লে আমার প্রাণটা কেমন করে!"—সরলা কোন কথা না কহিয়া সুকুমারীর কাঁধে মাথা রাখিয়া নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন করিত।

সুকুমারী এফ্‌, এ, পাশ করিয়া বি, এ, পড়িতে লাগিল। একদিন সে শুনিল, সরলার বিয়ে। অনুসন্ধানে জানিল, সরলার স্বামী স্কুলে মাষ্টারী করেন—অবস্থা সে রকম স্বচ্ছল নয়। সুকুমারীর বড় কষ্ট হইল—তাহার বাল্যসঙ্গিনী আজ এমন্‌ দুঃখের দশায় কাহার হাতে পড়িতে চলিল!

২

সরলা ও সুকুমারী দুইজনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সরলার স্বামী কটকে মাষ্টারী করেন,

সুকুমারীর স্বামী ব্যারিষ্টার। সরলার বিবাহের দুই বৎসর পরে সুকুমারীর বিবাহ হয়। সুকুমারী বি, এ, পাশ করিয়া বিদুষী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে,—সরলাকে কেহ চেনে না। সরলার স্বামী সুপুরুষ বটে, কিন্তু সে স্কুলমাষ্টার! সরলার সঙ্গে সুকুমারীর যে দিন ছাড়াছাড়ি হয়, সুকুমারী না বুঝিয়া সরলাকে বলিয়াছিল, "ভাই, তোর স্বামীকে মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে যা' হয় একটা কিছু ব্যবসা করতে বলিস্।" সরলা আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিয়াছিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

সরলা চলিয়া যাইবার পর, সুকুমারী তাহাকে মাসে তিন চারখানা করিয়া চিঠি লিখিত—সরলাও চিঠি পাইবামাত্র উত্তর দিত। সরলা চলিয়া যাওয়াতে বাস্তবিকই সুকুমারীর বড় দুঃখ হইয়াছিল।

এদিকে সুকুমারীর স্বামী উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। দেশবিদেশে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল,

তাঁহার মত ব্যারিষ্টার বাঙ্গালায় খুব কম আছে। ব্যারিষ্টার-মহিষী বলিয়া সুকুমারীরও খাতির নিতান্ত কম হইল না। সুকুমারী অনেক বাড়ির কর্ত্রী হইল, অনেকে যাচিয়া তাহার পরামর্শ লইতে আসিতে লাগিল। সুকুমারীর স্বামী তাহা দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "সুকু, তুমি যদি কিছু কিছু 'কন্‌সল্‌টেশন্ ফি' নাও, তা' হলে আমার চেয়ে বেশী রোজগার কর্‌তে পার।" সুকুমারী তাহাতে স্বামীর নামে মানহানির মকদ্দমা করিবে বলিয়াছিল, কিন্তু ব্যারিষ্টার সাহেব আপোষে তাহা মিটাইয়া লন।

সুকুমারীর আর অবসর নাই। সে কাহারও মাসী, কাহারও দিদি, কাহারও খুড়ী, কাহারও বা স্নেহের ভগিনী। গার্ডেন পার্টি, ইভনিং পার্টি, ব্রাইডাল পার্টি, সুকুমারী সব বিষয়ে পরামর্শদাত্রী, পরিচালিকা, নিমন্ত্রণ-কর্ত্রী, ইত্যাদি ইত্যাদি; অর্থাৎ সুকুমারীই সব—সুকুমারী যাহা করিবে তাহাই হইবে, সুকুমারী যাহা না করিবে তাহা হইবে না। সরলা বেচারা দুই তিন খানা চিঠি লিখিয়াও কোন উত্তর পায় নাই—সুকুমারী চিঠি লেখে কখন!

৩

তিন বৎসর পরে সুকুমারী সরলার একখানি চিঠি পাইল। সরলা লিখিয়াছিল, "ভাই সুকু, অনেকদিন তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত আছি। আমি সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আমার স্বামী পেন্‌সিলের ব্যবসায় করিতে গিয়া অনেক টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তুমি অন্ততঃ এক হাজার টাকা না পাঠাইলে আমার স্বামী নিশ্চিতই জেলে যাইবেন। যদি এই টাকা পাঠাও তাহা হইলে চিরকালের জন্য বাধিত হইব।" সুকুমারী যে সময়ে এই চিঠি পাইল, সে সময় হরেন্দ্রবাবু ডাক্তারের স্ত্রী সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। সুকুমারী ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে চিঠিখানা দেখাইয়া কহিল, "তাই ত কি করা যায়! ছেলেবেলাকার সঙ্গিনী—টাকাটা না পাঠালেই নয়!"

সুকুমারী টাকাটা পাঠাইয়া দিল। মনোরমা—হরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, সুকুমারীকে আকাশে তুলিল। স্বর্ণদিদি, সুরোমাসী, মিনুপিসি, পাড়ায় পাড়ায়

সকলের কাছে সুকুমারীর দানের কথা রাষ্ট্র করিয়া বেড়াইল। এত বড়লোকের স্ত্রী—কবে ছোটবেলায় কে খেলার সঙ্গিনী ছিল, তার স্বামীর বিপদের সময় অকাতরে হাজার টাকা দান করিল,—কলিকালে এ রকম ত দেখা যায় না! সকলে মিলিয়া সুকুমারীকে এত উঁচুতে তুলিয়া ধরিল যে, সেখান হইতে সে আর সকলকেই নিতান্ত ছোট দেখিতে লাগিল।

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে সুকুমারী তাহার খোকার ভাতের সময় সরলা ও তাহার স্বামীকে তাহাদের বাড়ি আনাইয়াছিল। কিন্তু যেখানে ব্যারিষ্টার, এটর্ণি, ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহিণীরা ড্রয়িংরুমে মখমলের কৌচের উপর মজ্‌লিস করিয়া বসিয়াছিলেন, সেখানে সরলাকে লইয়া যাইতে সুকুমারী সাহস করিল না। নিতান্ত সাদাসিধে মানুষটি, সাদাসিধে কাপড়-পরা—সরলাকে দেখিয়া গুপ্ত সাহেবের স্ত্রী সুকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এ মজ্‌লিসে আবার এটি কে?"—মনোরমা সুকুমারীর হইয়া উত্তর দিয়াছিল, "এটি আমাদের প্রিয়সখী সুকুমারীর বাল্যসঙ্গিনী।" "ওঃ" বলিয়া মিসেস্

গুপ্ত সুকুমারীর হাজার টাকা দামের জড়োয়া চুড়ি তাহার হাত হইতে খুলিয়া দেখিতে লাগিল। মনোরমা কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্রী নয়—সুকুমারীর দানের কথা নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে শুনাইতে লাগিল। সেদিন সমস্ত দিনের মধ্যে সুকুমারী আর সরলার কোন খবর লইতে পারিল না।

যেদিন সরলা কটকে ফিরিয়া যাইবে, সেদিন জজের স্ত্রী সুকুমারীর বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিল। সুকুমারী সরলার সহিত কথা কহিবারও অবসর পাইল না। সরলার ছেলের কাপড়-চোপড় কিনিয়া দিবার জন্য তাহার হাতে কুড়িটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া সুকুমারী কোনমতে তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিল।

৪

প্রায় দশ বৎসর পরে সুকুমারী তাহার ছেলের অসুখের জন্য কটকে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছে। কটক জায়গাটা ভাল আর সরলার সঙ্গে দেখা হইবে, এই ভাবিয়াই সুকুমারী এই স্থানটি পছন্দ করিয়াছে। এখানেও সুকুমারীর অনেক সঙ্গিনী জুটিল। বড়

ব্যারিষ্টারের স্ত্রীকে খাতির করে না এমন লোক খুব কমই আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন 'টুরে' যান, ছোট ছোট হাকিমরা সেলাম করিতে আসে, সুকুমারীও যখন যেখানে যায় সকলেই তাহার সহিত দেখা করিতে আসে। তাহার মানসম্ভ্রম দেখে কে!

সরলা বেচারা সুকুমারীর মেজাজের পরিবর্ত্তন অনেক দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছিল। সে যে সুকুমারীর নিকট ঋণী, এ কথা মনে করিয়া সে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া থাকিত, সুকুমারীর সহিত ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিত না। সেই একদিন আর আজ!

সরলা প্রায়ই স্বামীর নিকট ঋণের কথা উথাপন করিত।

একদিন সরলার স্বামী স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলে, সরলা তাঁহাকে জলখাবার খাওয়াইয়া, কাছে বসিয়া কহিল, "দেনাটার কিছু কর্‌তে পারলে কি?" স্বামী কহিল, "চেষ্টা ত কর্‌চি—এখনও কিছু করে' উঠ্‌তে পারি নি।"

সরলা কহিল, "তা' হ'লে আমার গয়নাগুলো না হয় বিক্রী করে' কতকটা দেনা শোধ করা যাক্।"

স্বামী কহিল, "আর কিছুদিন দেখি। এণ্ট্রেন্সের পরীক্ষক হ'বার জন্য এবার চেষ্টা কর্‌চি—যদি হয় দু'বছরেই দেনাটা শোধ করতে পার্‌ব।"

সরলা কহিল, "যা' হয় একটা শীগ্‌গীর কর, আর তো ভাল দেখায় না।"

সরলার চৌদ্দ বৎসরের ছেলে পরেশ ঘরে বসিয়া বাপমা'র সব কথা শুনিতেছিল। কথাগুলো তাহার প্রাণে গিয়া লাগিল। সরলা ঘরের বাহির হইয়া আসিলে, পরেশ আস্তে আস্তে মা'র কাছে আসিয়া কহিল, "মা, জিতেন কাকা আমাকে যে সোণার বোতাম দিয়েছিলেন, সেটাও বিক্রী কোরো, কিছু টাকা হবে। আমার আর দরকার নেই।"

সরলার চোখে জল আসিল। সে ছেলেকে দুই-হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক কহিল, "তোর আর ও সব ভাব্‌তে হ'বে না;—তুই যা, খেলা কর্‌গে।"

বালক কিন্তু মা'র ঋণের কথা ভুলিতে পারিল না।

ইহার পর একদিন বৈকালে সঙ্গিনীদের লইয়া সুকুমারী মহানদীতে বোটে করিয়া বেড়াইতে গেল। সঙ্গে সরলা ও তাহার ছেলে ছিল।

সকলে বোটের ছাদের উপর বসিয়াছিল। ফিরিবার মুখে বোট যখন ঘাটের কাছাকাছি আসিয়াছে, তখন সুকুমারীর দু'হাজার টাকা দামের 'ব্রেস্‌লেট'-জোড়ার একটি বিনু মাসী তাহার হাত হইতে খুলিয়া দেখিতেছিলেন। হঠাৎ হাত ফস্‌কাইয়া ব্রেস্‌লেটটি ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া একেবারে জলে পড়িয়া গেল। "ওঃ," বলিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—সুকুমারীর মুখখানা মেঘের মত গম্ভীর হইয়া গেল। এটি তাহার বড় সখের সামগ্রী—স্বামীর ভালবাসা আদরের দান।

সুকুমারী মাঝিদের বলিল, কেহই সেখানে জলে নামিতে চাহিল না—তাহারা বলিল, এখানে বড় কুমীরের ভয়। ঘাট সেখান হইতে দশ বারো হাত দূরে।

পরেশ বোটের কামরায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে "মাসীমা, আমি খুঁজে দিচ্চি" বলিয়া একেবারে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। একবার ডুবিল, আবার উঠিল, দ্বিতীয়বার ডুবিল, উঠিল, কিন্তু তখনও সে ব্রেস্‌লেট্‌টি পায় নাই। তিনবারের বার বালক যখন উঠিল, তখন তাহার হাতে ব্রেস্‌লেট্‌টি রহিয়াছে। "মাসীমা, তোমার জিনিষ নাও" বলিয়া সে সজোরে ব্রেস্‌লেট্‌টি বোটের ছাদের উপর ছুঁড়িয়া দিল—সুকুমারীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল।

শ্রান্ত বালক আর সাঁতার দিতে পারিতেছিল না; সিক্ত বস্ত্রভারে পরিশ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছিল। মাঝিরা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি বোটের কাছি তাহার কাছে ছুঁড়িয়া দিল। বালক অনেক কষ্টে হাত বাড়াইয়া কাছি ধরিতে যাইবে এমন সময়ে হঠাৎ জলটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, তরণী নদীবক্ষে আছাড় খাইতে লাগিল, —নদীর মাঝখানে বালকের দেহ একবার ভাসিয়া উঠিয়া আবার তখনই ডুবিয়া গেল—আর দেখা গেল না।

বিজয় বাবুর বদান্যতা

সমশেরপুরে বিজয় বাবুর খুব নাম। ক্লব, এসোসিয়েশন, কমিটি, স্কুল, সভাসমিতি, গভর্মেণ্টের নিকট দরখাস্ত প্রভৃতি নানা উপায়ে বিজয় বাবু উক্ত গ্রামের শ্রী ফিরাইয়াছেন। বৃদ্ধেরা তাঁহাকে দেখিলেই "বাবা চিরজীবী হও" বলিয়া দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, আজকালকার নব্য যুবকেরা তাঁহাকে কি চক্ষে দেখে, ঠিক বলিতে পারি না—তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাঁহাকে দেখিলেই তাহারা পথ ছাড়িয়া দেয় ও জটলা বাঁধিয়া কাণাকাণি করিতে থাকে ও বলিতে থাকে যে, "এমন স্বদেশহিতৈষী দেশে আর নাই।"

এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বিজয় বাবুর কাজের আর অন্ত নাই—হাতেও তিলমাত্র সময় থাকে না। সকালে উঠিয়া প্রায়ই দুই চারিখানা পিটিশন্ লিখিতে হয়, এবং যে দিন অন্য কোন কাজ

না থাকে, সেদিন ভাবিয়া-চিন্তিয়া মস্তক হইতে কাজ টানিয়া বাহির করেন। কাজ শেষ হইলে আহার করিতে বসেন, চারিটি অন্ন কোনও প্রকারে পেটে গুঁজিয়া, ছাতা-বগলে খবরের কাগজ হাতে, ঠিক দশটার সময় বাড়ির বাহির হন—আর সেই রাত্রি দশটায় বাড়ি ফিরেন। সকলেই বলে, "বিজয় বাবু আমাদের খুব কাজের লোক।"

বিজয় বাবু তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা এক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধ, কাজ করিবার শক্তি নাই, সেইজন্য বিজয় বাবুর উপর সংসারের সকল ভার পড়িয়াছে—তিনিই এখন সংসার চালান। সর্ব্বসুদ্ধ চারিটি লোক একবাড়িতে থাকেন—বিজয় বাবু, বিজয় বাবুর নববিবাহিতা স্ত্রী ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা।

বাড়িতে একটি আফিস-ঘর, সেই ঘরে বসিয়া বিজয় বাবু তাঁহার কাজ করেন। ঘরের আস্‌বাবের মধ্যে মেজেতে গুটিকতক চৌকি ও একখানি টেবিল, দেয়ালে ম্যাপ, ক্যালেণ্ডার ও ঘড়ি। ঘরের বাহিরে বড় বড় অক্ষরে লেখা,—"আফিস-রুম, কার্য্য ব্যতিরেকে প্রবেশ নিষেধ।"

বিজয় বাবুর বৃদ্ধ পিতামাতা কেহই এই ঘরে প্রবেশ করিতে বড় একটা সাহস করেন না, যখন যাহা বলিবার ঘরের বাহির হইতে বলেন—বিজয় বাবু কেদারায় ঠেস্ দিয়া ভিতর হইতে উত্তর দেন।

একদিন রবিবারে বিজয় বাবু চশ্‌মা আঁটিয়া আফিস-ঘরে বসিয়া আছেন—সাম্‌নে টেবিলের উপর রাশীকৃত কাগজের ফাইল। আজ বিজয় বাবু বড় ব্যস্ত, এক বন্ধুর বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ফেলিতে হইবে। এক একটি করিয়া খবরের কাগজ দেখিতেছেন, আর অন্য একটি কাগজে কোন এক সভার নিয়মাবলী লিখিতেছেন, এমন সময়ে ঘরের বাহিরে পর্দ্দার আড়াল হইতে বিজয় বাবুর মাতা ডাকিলেন, "বাবা বিজয়!"

বিজয় বাবু কাজে ব্যস্ত, মায়ের কথা শুনিতে পাইলেন না।

বৃদ্ধা মাতা একটু জোরে আবার ডাকিলেন, "বাবা বিজয়, শুন্‌চ!"

এইবারে কথাটা বিজয় বাবুর কাণে গেল, বিজয় বাবু গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "কি, চাও কি?"

মাতা বলিলেন, "ঘরে ঢুক্‌ব, না কেউ আস্‌বে ?" বিজয় বাবু বলিলেন, "যা' বল্‌বার ঐখান থেকেই বল।"

তখন মাতা কাতর স্বরে বলিলেন, "বাবা বিজয়, আমার হাতে একটিও পয়সা নেই, বাজার-খরচের জন্যে কিছু দে, নইলে আজ অনাহারে থাকৃতে হবে।"

বিজয় বাবু। "এই সেদিন পাঁচ টাকা দিলুম্ আর তুমি ব'লচ কি না হাতে কিছু নেই! এত খরচ হয় কিসে ?"

মাতা। "পাঁচ টাকায় আর কতদিন চল্‌বে বাছা, হিসেব দেখ্‌ আমি বাজে খরচ করি কি না—দে বাবা,—দুটো টাকা দে।"

বিজয় বাবু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "যাও, যাও, আমার কাছে টাকা নেই—ধার করে' নাওগে যাও।"

মাতা। "কার কাছে আর ধার করব, এত ধার হ'য়েচে, কে আর ধার দেবে বল্‌ ?"

এমন সময়ে একটা গাড়ীর শব্দ শোনা গেল,—বিজয় বাবু বাঁচিলেন ;—তাড়াতাড়ি উঠিয়া পর্দ্দার

কাছে আসিয়া বলিলেন, "মা যাও যাও, শীগ্‌গির যাও—একজন বাইরের লোক আস্‌চে!"

মাতা ম্লানমুখে চলিয়া গেলেন—বিজয় বাবু চৌকিতে আসিয়া বসিলেন।

বাইরের লোকটি বিজয়বাবুর এক পুরাতন বন্ধু। পীতাম্বর বাবু ঘরে ঢুকিতেই, বিজয় বাবু উঠিয়া করমর্দ্দনপূর্ব্বক একটি চৌকি সরাইয়া দিলেন—পীতাম্বর বাবু সেই চৌকিতে বসিলেন।

শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর বিজয় বাবু কহিলেন, "অনেক দিনের পর আপনার সহিত সাক্ষাৎ।"

পীতাম্বর বাবু। "হ্যাঁ, অনেক দিনের পর, কাজকর্ম্মের ভিড়ে দেখা করবার আর সময় পেয়ে উঠি নে; —তা' আপনার যে রকম সুনাম বেরিয়েছে—"

বিজয় বাবু। "কি রকম?"

পীতাম্বর বাবু। "এই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আপনার প্রশংসা করুচে; আপনার অধ্যবসায়কে ধন্য।"

বিজয় বাবু। "এই আপনাদের কল্যাণে যেটুকু কর্‌তে পেরেচি।"

পীতাম্বর বাবু। "আপনার মত দু'চার জন লোক যদি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করে, তা' হ'লে কি বঙ্গদেশের এরূপ দুর্দ্দশা থাকে!"

বিজয় বাবু ঘড়িতে দেখিলেন সাড়ে দশটা বাজে, নিমন্ত্রণে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে— উঠিয়া বলিলেন, "পীতাম্বর বাবু, আজ এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে—আপনি মধ্যে মধ্যে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, আবার কবে আস্‌চেন বলুন?"

পীতাম্বর বাবু দেখিলেন আসল কাজটা হাত-ছাড়া হয়—গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "চারিদিকে যে রকম বিপদ, তাতে আবার কবে আসব ঠিক বল্‌তে পারি নে, তবে বেঁচে থাকি ত আমাদের মাঝে মাঝে আবার দেখা হবে।"

বিজয় বাবু। "কি বল্‌লেন, আপনার বিপদ!"

'হ্যাঁ, মেয়েটির অসুখে যা' টাকা ছিল সব খরচ হ'য়ে গেছে, হাতে এখন একটিও পয়সা

নেই—কি করে' যে সংসার চালাই। দশটি টাকা পে'লে এখন কিছু দিন চলে—নইলে একেবারে অনাহারে থাক্‌তে হবে।"

বিজয় বাবু। "কি! একেবারে অনাহারে!"

পীতাম্বর বাবু। "তা' বৈকি, কত জায়গায় চেষ্টা কর্‌লুম, কোথাও আর দশটি টাকা ধার পেলুম না।"

বিজয় বাবু। "আমাকে এ কথা আগে কেন বলেন নি?"

পীতাম্বর বাবু। "তা' আপনি যদি আমার উপকার করেন—এই একমাসের মধ্যে আবার টাকা ফেরৎ দেব, আর আপনার কথা কাগজে—"

বিজয় বাবু। "তা' আবার ফিরিয়ে দেবেন কেন, বন্ধুর বিপদে আর সাহায্য করব না?"

বিজয় বাবু ক্যাস্‌-বাক্‌স খুলিলেন, দশটি টাকা গুণিয়া পীতাম্বর বাবুর হাতে দিলেন।

পীতাম্বর বাবু টাকা পাইয়া ধন্যবাদ দিতে দিতে হাস্যবদনে গাড়িতে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। বিজয় বাবু নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন।

পরদিন খবরের কাগজে বিজয় বাবুর দানের কথা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইল—সকলে পড়িয়া জয় জয় করিতে লাগিল।

স্নেহের নির্ঝর

বীডন্-উদ্যানে ললিত ছেলেটিকে দেখে—সেই অবধি ছেলেটির উপর তাহার কেমন মন পড়িয়া যায়।

ছেলেটি একটি দরওয়ানের সঙ্গে রোজ বাগানে বেড়াইতে আসিত। সে অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মিশিত না—বাগানের চারিদিকে দু'চার পাক ঘুরিয়া দরওয়ানের সঙ্গে আবার বাড়ি ফিরিয়া যাইত।

একদিন বাগানে ঘাসের উপর বসিয়া কতকগুলি ছেলে তাসের বাজি দেখাইতেছিল। সুশীল (ছেলেটির নাম) দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল। এমন্ সময়ে ললিত তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কি দেখ্‌চ? কিছু বুঝ্‌তে পারচ?"

সুশীল কহিল, "না। আপনি বলুন্ না, বলুন্ না কেমন করে' করচে?"

ললিত কহিল, "আচ্ছা, কাল আমি একজোড়া তাস সঙ্গে করে' এনে সব বুঝিয়ে দেব।"

পরদিন অপরাহ্ণে সুশীল অন্যদিন অপেক্ষা একটু সকাল-সকাল বাগানে আসিল ;—খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া যখন সে ললিতকে দেখিতে পাইল, তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "তাস এনেচেন ?" —ললিত একটা বেঞ্চের উপর তাহাকে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়া তাস বাহির করিয়া নানারকম তাসের বাজি দেখাইতে লাগিল ও একে একে সমস্ত কৌশল বলিয়া দিতে লাগিল। সুশীল অনেকবার চেষ্টা করিয়া যখন নিজে দু'একটা বাজি দেখাইতে পারিল তখন তাহার আনন্দ আর ধরে না।

অল্পকাল মধ্যে সুশীলের সঙ্গে ললিতের খুব ভাব হইল। সুশীলের বাড়ি বীড্‌ন-উদ্যানের পূর্ব্বদিকে খুব নিকটেই ছিল। সুশীলের বাপ উমাকান্ত বাবু জমীদার; তাঁহাদের বাড়ি খুব মস্ত,—বৈদ্যুতিক আলো পাখা ও নানারকম আস্‌বাবে প্রত্যেক ঘর সুসজ্জিত।

একদিন ললিত সুশীলের সঙ্গে তাহাদের বাড়ি

গেল। সুশীল তাহাকে তাহার নীচের পড়িবার ঘরে বসাইল ;—ঘরে একখানি তক্তা, একটা টেবিল, খানকতক চৌকি, সোফা সেল্ফ্ ইত্যাদি। সুশীল ললিতকে বসাইয়া বাড়ির ভিতর হইতে জলখাবার আনাইয়া তাহাকে খাওয়াইল। ললিত সেদিন বসিয়া বসিয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত ইতিহাস, পুরাণ, উপকথা হইতে সুশীলকে কত গল্প শুনাইল—ঢং ঢং করিয়া রাত দশটার যখন ঘণ্টা দিল, আস্তে আস্তে উঠিয়া বাড়ি ফিরিয়া চলিল।

সুশীলের বয়স বারো বৎসর, ফ্রি-চার্চ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে সে পড়িত। প্রাতে একজন মাষ্টার আসিয়া সুশীলকে পড়াইয়া যাইত, রাত্রে সুশীল নিজেই একটু-আধটু পড়া তৈয়ারি করিয়া লইত।

ললিতের দেশ শান্তিপুরে। দেশে তাহার এক বুড়ি মাসী, অবিবাহিতা ছোট ভগ্নী ও বালিকা স্ত্রী ছাড়া আর কেহই ছিল না—পৈতৃক যেটুকু সম্পত্তি ছিল তাহাতে সংসার একপ্রকার কষ্টে চলিয়া যাইত। ললিত তিন বিষয়ে অনর্সে বি-এ পাশ করে, এম-এ পড়িতে এক্ষণে কলিকাতায় আসিয়াছে। বাগ-

বাজারের নিকট এক মেসে থাকিয়া ললিত পড়াশুনা করে।

ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, সমস্ত দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া,কাদামাটি ভাঙ্গিয়া ললিত প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে সুশীলের বাড়ি আসিতে লাগিল ;—বাগানে যেদিন সুশীলের সঙ্গে দেখা হইত, তাহার সঙ্গেই তাহার বাড়িতে আসিত, নহিলে নিজেই আসিয়া সুশীলের অপেক্ষায় তাহার পড়িবার ঘরে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিত—তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য সমস্তই একটি বারো বৎসরের বালকের সঙ্গলিপ্সায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। খেলাধূলা শেষ করিয়া সুশীল যখন নীচে আসিত, ললিত তাহাকে পড়া বলিয়া দিত, পড়া শেষ হইলে তাহাকে দু'একটা গল্প বলিয়া রাত্রি দশটায় মেসে ফিরিত।

সুশীলের বাপ উমাকান্ত বাবু ছেলের পড়াশুনার কোন খোঁজখবর লইতেন না,—ছেলের মাষ্টার রাখিয়া, তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ছেলে কোথায় থাকে, কি করে, কখন পড়ে, কি খায়, তাহার বিন্দুবিসর্গও তাঁহার জ্ঞানগোচর হইত না,—

পারিষদ্‌বর্গ লইয়া আমোদ-আহ্লাদেই তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন।

সুশীল তাহার বাপের নিকট যে আদরযত্ন কখনও পায় নাই, ললিতের নিকট হইতে তাহা পাইতে লাগিল। আজ হাওয়া-বন্দুক, কাল কলের জাহাজ, পরশু খেলার বেলুন—কত রকমের গল্পের বই, কত কি ললিত সুশীলের জন্য নিত্য কিনিয়া আনিত। ললিত যখন কিছুদিনের জন্য দেশে যাইত, সুশীলকে সে রোজ লম্বা লম্বা চিঠি লিখিত, নিজে রাশি রাশি গল্প রচনা করিয়া তাহার পাঠের জন্য পাঠাইত। সুশীল দশখানা চিঠির একখানা উত্তর দিত, ললিত লিখিয়াই যাইত। ছোট ডোবার মধ্যে এত বড় মাছ কি করিয়া এত আনন্দে থাকিতে পারে এ রহস্য কে বুঝিবে!

২

সুশীলের ভগ্নীর কাল বিবাহ। লোকজনের আনাগোনা, সাজান-গোছান, ধূমধাম গণ্ডগোলে বাড়ি পরিপূর্ণ।

ললিত যথাকালে সন্ধ্যার সময় সুশীলের কাছে

আসিলে সুশীল কহিল, "আপনি কাল আমাদের বাড়ি এসে খাবেন, আপনার নেমন্তন্ন রইল।"

ললিত হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাড়ি গিয়ে চিঠি দিয়ে না নেমন্তন্ন করলে কেন আস্‌ব ?"

সুশীল কহিল, "আপনার বাড়ি কোথায় বলুন, আমি কাল সকালে গিয়ে নেমন্তন্ন করে' আস্‌ব।"

ললিত কহিল, "না, তোমায় আর যেতে হবে না। আমি চালাকি করছিলুম, আস্‌ব এখন।"

পরদিন সন্ধ্যাকালে রাজামহারাজা সাহেব-সুবোর আগমনে, সঙ্গীতবাদ্যে, উৎসব-আনন্দে সুশীলদের বাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল।

ললিত পূর্ব্বের ন্যায় যথাসময়ে আসিয়া সুশীলের পাঠগৃহে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া রহিল।

সুশীল আজ বড় ব্যস্ত। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরিধানে জরিপেড়ে ধুতি, পায়ে মখ্‌মলের জুতো—এসেন্সে ভুরভুর করিয়া সে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চকিতের মত সে একবার আসিয়া ললিতকে বলিয়া গেল, "আপনি কিন্তু শেষ অবধি থাকবেন, চলে' যাবেন না।'

ললিত অনেকক্ষণ একাকী ঘরে বসিয়া রহিল। বর আসিবার সময় সময় ললিত একবার ঘরের বাহির হইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

উমাকান্ত বাবু ব্যস্তভাবে সেই দিক দিয়া আসিতেছিলেন। ললিতকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি কে হে, এ বেশে? কোত্থেকে এসেছ? এ্যাঁ? এ্যাঁ?—"

ললিত কোন কথা না বলিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উমাকান্ত বাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "দেখ্‌চ না সাহেবসুবো, রাজামহারাজা সকলে আসচেন, তুমি এখানে—"

কথা শেষ হইতে না হইতে ললিত একটিও কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

সুশীল দোতালায় রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়াছিল। ললিতকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিতে লাগিল, "ললিত বাবু, ও ললিত বাবু—ললিত বাবু—ললিত বাবূ—উ"

ললিত একবার ফিরিয়া চাহিয়া অস্পষ্ট ভাঙ্গা-

গলায় উত্তর দিল, "কাল আস্‌ব এখন, আজ একটু দরকার আছে।"

ললিত চলিয়া গেল। সুশীলের মুখখানা এত আনন্দের মধ্যেও যেন কালীমাখা হইয়া গেল।

সমস্ত অপমান ভুলিয়া ললিত পরদিন সন্ধ্যাকালে আবার ঠিক সুশীলের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুশীল ললিতকে দেখিয়া কহিল, "এত করে' বল্‌লুম—তবুও আপনি রইলেন না। বল্‌লুম বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করি, তাও কর্‌তে দিলেন না—আচ্ছা কিন্তু!"

ললিত চাদর দিয়া চোখের কোণ মুছিয়া অর্দ্ধ-ভগ্নস্বরে কহিল, "না, না, তার জন্যে নয়,—তুমি কিছু মনে কোরো না,—অনেক রাত হবে সেই জন্যে—"

কথা শেষ হইতে না হইতে সুশীল দৌড়াইয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে একথালা খাবার আনিয়া ললিতের সম্মুখে ধরিল।

সুশীল হাতে করিয়া খাবার আনিয়াছে—পূর্ব্ব-দিনের সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হইয়া ললিত একে একে

সবগুলি গলাধঃকরণ করিল। ললিতকে সেদিন খাওয়াইয়া সুশীল তাহার সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেল।

৩

এইরূপে তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। ললিত প্রত্যহই সুশীলের বাড়িতে আসে, তাহাকে পড়ায়, তাহার সঙ্গে খেলে, গল্প করে, বেড়ায়,—ছোট ভাইটির মত তাহাকে আদরযত্ন করে।

সুশীল ক্রমে এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষা দিল। ললিতের শিক্ষাযত্নে সে পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিল। এই অভাবনীয় ঘটনায় সুশীল-দের গৃহে আনন্দোৎসব ছুটিতে লাগিল। কিন্তু এই আনন্দে ললিত কাহারও মনে একটুও স্থান পাইল না।

সুশীল এফ-এ পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছয়মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে ললিত সুশীলদের বাড়িতে প্রবেশ করিতেছে, এমন্ সময় উমাকান্ত বাবু উপরের বারাণ্ডা হইতে তাহাকে ডাকিলেন। ললিত আসিলে উমাকান্ত বাবু বলিলেন, "অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব ভাবছি,—সুশীল এখন

কালেজে পড়চে, ওর ভাল করে' পড়াশুনা করা আবশ্যক—গল্পগুজবে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। একটা কথা আমার কাণে এসেছে, সেইজন্যে আগে থাক্‌তেই তোমাকে সাবধান করে' দিচ্ছি।"

ললিত একটিও কথা না বলিয়া, সুশীলের সঙ্গেও দেখা না করিয়া যেমন্ আসিয়াছিল তেম্‌নি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

একদিন দুইদিন তিনদিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, ললিত আর আসিল না। এমন্ ত কখনও হয় না! সুশীল বাগানেও তাহার আর দেখা পায় না। যে দশখানা চিঠির একখানা জবাব দিত, সে উপর্য্যুপরি ললিতের দেশের ঠিকানায় তাহার নামে দু'তিন খানি চিঠি লিখিল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। সুশীল ললিতের জন্য বিরহবেদনায় অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার হৃষ্টপুষ্ট দেহ দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। টেবিলের উপর ললিতের উপহৃত বইগুলি ছড়ান রহিয়াছে, ঘরের আশপাশ কোণে তাহার প্রদত্ত জিনিসগুলি পড়িয়া আছে—সুশীল সেগুলি দেখে আর তাহার মন কেমন করিয়া ওঠে।

৪

বৎসরাধিক কাটিয়া গেল—ললিত আর ফিরিল না। সুশীল ক্রমে এফ-এ পরীক্ষা দিল, কোনমতে সে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল।

এই সময়ে সুশীলের এক ছোট ভগ্নী অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে উমাকান্ত বাবু বাঁকিপুরে গিয়া কিছুকাল থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সুশীল সেখানে গিয়া কালেজে পড়িতে পারিবে।

বাঁকিপুরে পৌঁছিবার দুই দিন পরে সুশীল কালেজে ভর্তি হইবার জন্য সার্টিফিকেট্ খানি হাতে লইয়া কালেজ-অভিমুখে আস্তে আস্তে চলিল;—তাহার মুখখানি ম্লান, চিত্ত আশাহত। প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া কালেজে প্রবেশ করিয়া সুশীল আফিস-ঘরের দিকে চলিয়াছে এমন সময় বি-এ ক্লাশে অধ্যাপনরত এক অধ্যাপক পড়াইতে পড়াইতে মুখের কথা শেষ না করিয়াই চৌকি ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাৎ হইতে সুশীলকে জড়াইয়া ধরিলেন। সুশীল মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিবামাত্র সপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "ললিত বাবু—আপনি!"

"হাঁ সুশীল,—তুমি যে বড় রোগা হ'য়ে গেছ—তোমাকে আর চেনা যায় না—তোমার সব চিঠিই পেয়েছিলুম সুশীল, কিন্তু—" বলিয়া অধ্যাপক ললিত দুইহাতে তাহার মুখখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন ;—সেই শতকণ্ঠগুঞ্জরিত বাণীমন্দিরতলে, শত-দৃষ্টির মাঝখানে তাঁহার নয়নাশ্রু সুশীলের মস্তকে, সুশীলের অশ্রুজল তাঁহার বক্ষে ঝরিতে লাগিল।